সৌদি আরবে নতুন বৃহৎ সোনার খনির সন্ধান

সারে-জমিন

জনগণের জন্য কাজ করবে জমিয়ত ইয়ুথ ক্লাব

রূপসী বাংলা

গাজার মেয়রের খোলা চিঠি

সম্পাদকীয়

শীতে শুকনো খেজুর খেলে শরীরের কী উপকার হয়?

স্বাস্থ্যসাথী

দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে বড় হারের পর শাস্তিও পেল টিম ইন্ডিয়া

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শনিবার
৩০ ডিসেম্বর, ২০২৩
১৩ পৌষ ১৪৩০
১৬ জমাদিউস সানি, ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 18 ■ Issue: 352 ■ Daily APONZONE ■ 30 December 2023 ■ Saturday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

মুখ্যমন্ত্রী রুটিন চেকআপে এসএসকেএমে

আপনজন ডেস্ক: শুক্রবার এসএসকেএম হাসপাতালে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানান, রুটিন চেকআপের জন্য এসেছেন। চিন্তার কোনও কারণ নেই। এসএসকেএম সূত্রের খবর, উডবার্ন ব্লকে একটি কেবিন তাঁর জন্য প্রস্তুত রাখা হয়। যদি প্রয়োজন হয়, এক্স-রে করানোরও ব্যবস্থা রাখা হয়। হাসপাতালে আগে পৌঁছে যান কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য সচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম।গত বেশ কয়েক দিন ধরে পায়ের সমস্যায় ভুগছেন মমতা। শুক্রবার এসএসকেএমে পৌঁছে তিনি জানান, রুটিন চেকআপের জন্যই সেখানে এসেছেন। তাঁর কথায়, ‘‘শরীর ঠিক রয়েছে। পা চেকআপ করাতে এসেছি। আমি হাঁটছি। সবই ঠিক রয়েছে। রোজ দশ হাজার পা হাঁটছি। এমনিতে সময় পাই না। শুধু এক্স রে করাতে এসেছি।’ এর পর তিনি উপস্থিত সাংবাদিকদের নতুন বছরের শুভেচ্ছাও জানান।

বিজেপি ও আরএসএসকে কাপুরুষ বললেন খাড়গে

আপনজন ডেস্ক: কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বিজেপি এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘকে (আরএসএস) কাপুরুষ বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, বিজেপি আরএসএস তারা ভয়ে ব্রিটিশদের সমর্থন করেছিল এবং এখন তারা গত ১০ বছর ধরে তাদের সরকার ক্ষমতায় রয়েছে এবং দেশের মানুষকে সমস্যায় ফেলছে।

মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেন, দেশে এখন ভয়ের পরিবেশ রয়েছে। এই পরিবেশ তৈরি করেছে যারা নিজেরাই ভয়ে ব্রিটিশদের সঙ্গে কাজ করেছে। তিনি বলেন, বিজেপি-আরএসএস থেকে দেশের মুক্তি পাওয়া জরুরি।

খাড়গে বলেন, কংগ্রেস দল মোদী, বিজেপি-আরএসএসকে ভয় পায় না। বিজেপি ও হলআরএসএস কাপুরুষ। তারা ব্রিটিশদের ভয়ে ক্ষমা চেয়েছিল। বিজেপি এবং আরএসএস গত দশ বছর ধরে দেশের মানুষকে কষ্ট দিচ্ছে। আরএসএস সরকারকে থামানো না গেলে দেশ ক্রমশ ধ্বংসের দিকে যাবে।

ফিলিস্তিন নিয়ে আর্জি বুখারির

ইসরায়েলের প্রতি চাপ সৃষ্টি করুন প্রধানমন্ত্রী

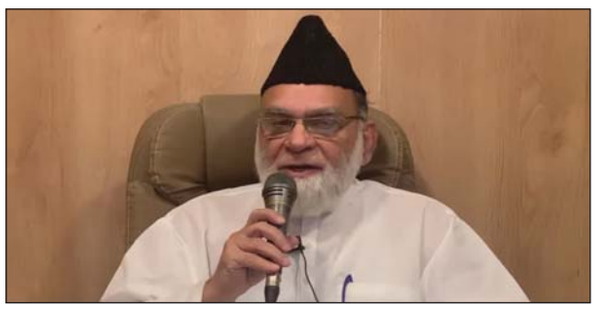

আপনজন ডেস্ক: রাজধানী দিল্লির জামে মসজিদের শাহী ইমাম সৈয়দ আহমেদ বুখারি আজ শুক্রবার জুমার নামাজের পর ফিলিস্তিনে ইসরায়েলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য আবেদন করেছেন। ইমাম বুখারি এক বিবৃতিতে বলেছেন, ফিলিস্তিনে ইসরায়েলি রাষ্ট্র ও তার নেতৃত্বের প্রকাশ্য বর্বরতা মানবতাকে লজ্জায় ফেলেছে। এটি ১৫৩টি দেশের জাতিসংঘের প্রস্তাবকে সমর্থন প্রমাণ করে, তারা ইসরায়েলের বর্বরতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে। তাই গাজার ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি এবং মানবিক সহায়তার আহ্বান জানাচ্ছি। শাহী ইমাম সৈয়দ আহমদ বুখারী বলেছেন, ঐতিহাসিক ও সমসাময়িক উভয় প্রেক্ষাপটে আমাদের প্রিয় দেশ ভারতের নেতৃত্বের অবস্থান ধারাবাহিকভাবে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের পক্ষে রয়েছে। সমস্যার দ্বি-রাষ্ট্র সমাধান সবসময় আমাদের কূটনীতির কেন্দ্রে ছিল এবং আজও রয়েছে। সাধারণ নাগরিক, স্কুল, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় স্থান, ত্রাণ শিবিরে ভয়াবহ বোমা হামলা চালানো হচ্ছে তার নজির আমদের দেশে নেই। তিনি বলেন,ইসরাইলের নিষ্ঠুরতার সবচেয়ে জঘন্য রূপ আর কী হতে পারে যে, লাশ খুঁড়ে বুলডোজার দিয়ে কবর ধ্বংস করা হচ্ছে।

সাধারণতন্ত্র দিবসে কন্যাশ্রী এবছর ফের বাতিল করল কেন্দ্রীয় সরকার

আপনজন ডেস্ক: আগামী ২৬ জানুয়ারি দিল্লিতে সাধারণতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে এবছরও বাদ পড়ল বাংলার ট্যাবলো। এবারের বাংলার ট্যাবলোর থিম ছিল রাষ্ট্রসংঘ থেকে পুরস্কৃত প্রকল্প ‘কন্যাশ্রী’। স্কুল ছুট কন্যা পড়ুয়াদের শিক্ষা সহায়তায় ও তাদে উচ্চ শিক্ষার পথে সাহায্যের হাত বাড়তে এই ক্ন্যাশ্রী প্রকল্প ব্যাপক সমাদর পেলেও দিল্লি তা বাতিল করে দিয়েছে। এ বিষয়ে রাজ্যর মহিলা ও শিশুকল্যাণ এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, রাষ্ট্রসংঘ সহ কন্যাশ্রী প্রকল্প যখন বিশ্বে সমাদর পেয়েছে, তখন কেন্দ্রের এই ট্যাবলো বাতিল করাটা খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয়।

শুধু বাংলা নয় অবেজিপি শাসিত দিল্লি ও পাঞ্জাবের ট্যাবলোও বাতিল করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এ ব্যাপারে দিল্লির আপ মন্ত্রী সৌরভ ভরদ্বাজ এটিকে দিল্লির “প্রতিশোধ স্পৃহা” বলে অভিহিত করেছেন। আরও বলেন, কেন্দ্র তিন বছর ধরে দিল্লির ট্যাবলো প্রত্যাখ্যান করেছে।

এমফিলে ভর্তি বন্ধে ইউজিসির নির্দেশ বাংলায় কার্যকর হবে না: ব্রাত্য বসু

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেছেন, ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে এমফিল প্রোগ্রামে ভর্তি বন্ধ করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকার মানবে না। ইউজিসি সচিব মণীশ জোশী গত ২৭ ডিসেম্বর বলেন, “ইউজিসির নজরে এসেছে যে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় এমফিল (মাস্টার অফ ফিলোসফি) প্রোগ্রামের জন্য নতুন করে আবেদন আহ্বান করছে। এ ক্ষেত্রে এমফিল যে স্বীকৃত ডিগ্রি নয়, তা নজরে আনতে হবে। পশ্চিমবঙ্গও ইউজিসির সিদ্ধান্ত মেনে চলবে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে বসু বৃহস্পতিবার এক অনুষ্ঠানের ফাঁকে সাংবাদিকদের বলেন, “আমরা ইউজিসির নির্দেশ মানবে না। রাজ্যের উচ্চশিক্ষা বিভাগ শিক্ষাবিদদের বিশেষজ্ঞ কমিটি দ্বারা পূর্বে প্রণীত নির্দেশিকা অনুসরণ করবে বলে জোর দিয়ে বসু বলেন, রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এমফিল কোর্স চালু থাকবে।

গুজরাত দাঙ্গার সাক্ষী ও প্রাক্তন বিচারপতির নিরাপত্তা প্রত্যাহার

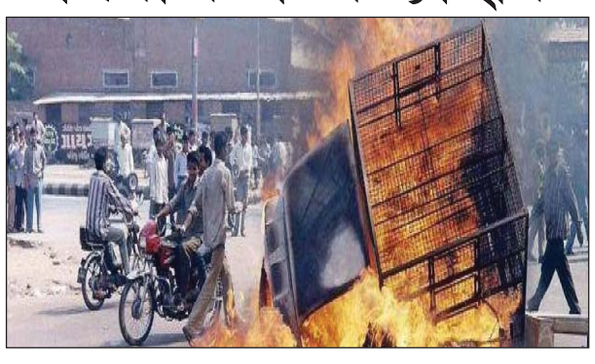

আপনজন ডেস্ক: ২০০২ সালের গুজরাট দাঙ্গা মামলায় সাক্ষী, আইনজীবী এবং একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারকের নিরাপত্তা বাতিল করেছে গুজরাট সরকার। বিশেষ তদন্তকারী দলের (এসআইটি) প্রধান বিসি সোলাঙ্কির সুপারিশের ভিত্তিতে ১৩ ডিসেম্বর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।

১৫ বছর আগে নরোদা পাটিয়া ও গুলবার্গ-সহ নয়টি দাঙ্গা সংক্রান্ত মামলায় সুপ্রিম কোর্ট নিযুক্ত বিশেষ তদন্তকারী দল একটি বিশেষ সাক্ষী সুরক্ষা সেল গঠন করেছিল।

চলতি বছরের শুরুতে সংসদে পেশ করা কেন্দ্রের জবাব অনুযায়ী, ২০০২ সালের গুজরাট দাঙ্গায় ৭৯০ জন মুসলিম ও ২৫৪ জন হিন্দু নিহত, ২২৩ জন নিখোঁজ এবং ২,৫০০ জন আহত হয়েছেন।

দাঙ্গার সময় গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গত নভেম্বরে নারোদা পাটিয়া মামলায় ৩২ জনকে দোষী সাব্যস্ত করা মুখ্য নগর দায়রা জজ জ্যোৎস্না ইয়াগনিকের নিরাপত্তা প্রত্যাহার করা হয়। তাকে না জানিয়েই এটি করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

গুলবার্গ সোসাইটি গণহত্যা মামলার প্রধান সাক্ষী ইমতিয়াজ খান পাঠান সংবাদমাধ্যমে বলেন, “যদি আমাদের কিছু হয়, তাহলে কে দায়ী থাকবে? আদালত, এসআইটি, নাকি পুলিশ?

২০০২ সালের নারোদা গাম (গ্রাম) গণহত্যা মামলায় গুজরাটের প্রাক্তন মন্ত্রী মায়া কোদনানি, বজরং দলের নেতা বাবু বজরঙ্গী এবং প্রাক্তন ভিএইচপি নেতা জয়দীপ প্যাটেল সহ ৬৭ জন অভিযুক্তকে বেকসুর খালাস দেয় বিশেষ ট্রায়াল কোর্ট।

মারসি অ্যাকাডেমি
(মিশন)
Under The Management of Mercy Educational And Welfare Trust
ইসলামী ভাবাদর্শে একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
৩৪ নং জাতীয় সড়ক, দেবগ্রাম, কাটোয়া মোড়
পেট্রোল পাম্পের সামনে, কালীগঞ্জ, নদিয়া

২০২৪ শিক্ষাবর্ষে নার্সারী থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত
হিফজ বিভাগ
বালক-বালিকা পৃথক ব্যবস্থা (আবাসিক, মহিলা হাফিজা দ্বারা মেয়েদের কুরআন হিফজ করানো হয়)
তৃতীয় শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত আবাসিক (বালক)
ভর্তি চলছে
নার্সারী থেকে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত অনাবাসিক (বালক/বালিকা) বাংলা মাধ্যম, ইংরেজি প্রাধান্য
Tarbiyah Cambridge International School
An English Medium School (CBSE Curricullam) with Arabic
ADMISSION OPEN-2024
পঃ বঃ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ, মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সিলেবাস অনুযায়ী পঠন-পাঠনের সঙ্গে আরবী, হিফজ, হিন্দি এবং সিবিএসই কারিকুলাম
২৪ ঘন্টা সিসি ক্যামেরা দ্বারা নজরদারি
এলইডি টিভি এবং প্রজেক্টর
স্পোকেন ইংলিশ ও অ্যারাবিক
Play Group to Class II
আবাসিক শিক্ষক ও শিক্ষিকা চাই
বিষয়: আরবী, ইংরেজি এবং অভিজ্ঞ কুরআনে হাফিজ/হাফিজা। এছাড়াও ইসলামিক আদের্শে একজন অফিস ইনচার্জ ও গেটম্যান প্রয়োজন।
বিস্তারিত জানতে কথা বলুন:
৭৮১১৮৫৩০৬৯
Office: 7811853069 Contact: 9093969444

ইসলামিক ভাবাদর্শের মধ্যে আপনার সন্তানকে আধুনিক শিক্ষায় সমাজের যোগ্য ও আদর্শ মানুষ রূপে গড়ে তোলার একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
ILMA ENGLISH MEDIUM SCHOOL
Uttar Khodar Bazar, Baruipur, Kol- 144

আমাদের বৈশিষ্ট্য
ভর্তি চলিতেছে
Class Nursery to XII (Proposed)
- CBSE Curriculum ● অভিজ্ঞ শিক্ষক শিক্ষিকা মণ্ডলী।
- ইসলামিক বুনিয়াদি শিক্ষা ● বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা।
- শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ক্লাস রুম।
- International পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের অসাধারণ ফলাফল।
- প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীদের পৃথক ভাবে মানোন্নয়ন।
- ক্লাস 5 থেকে NEET / JEE FOUNDATION COURSE
- Spoken Arabic Course।
- Co-Curriculum Activities
- ক্লাস 5 থেকে ছাত্রীদের সম্পূর্ণ পৃথক ক্লাস রুম

অন্যান্য স্কুলের থেকে তুলনামূলক অনেক কম খরচে আপনার সন্তানকে দেশের আদর্শবান নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলুন।
Helpline
9231510342
8585024724
8910301695
In strategic alliance with
MS Education Academy
HYDERABAD
Website : www.ilmaschool.in / Email : ilmaschoolbaruipur@gmail.com

প্রথম নজর

গঙ্গাসাগর প্রস্তুতি বৈঠক জেলা প্রশাসনের

নকীব উদ্দীন গাজী ও ওবায়দুল্লাহ লস্কর ● আলিপুর

আপনজন: কুম্ভমেলার পর দেশজুড়ে দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় মেলা গঙ্গা সাগর মেলা ৮ জানুয়ারি থেকে সগদ্বীপে শুরু হবে। মেলা শেষ হবে ১৭ জানুয়ারি।

শুক্রবার দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা আলিপুরে জেলাশাসক সুমিত গুপ্তার উপস্থিতিতে প্রশাসনিক কর্তা ব্যক্তিদের সঙ্গে একটি প্রশাসনিক বৈঠক সেরা নেওয়া হল। কার্যতো বলা যেতেই পারে এই প্রশাসনিক বৈঠক গঙ্গাসাগর মেলা শেষ মেলার প্রস্তুতি নিয়েই বৈঠক। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার সভাধিপতি নীলিমা বিশাল মিস্ত্রি মহদক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলার একাধিক প্রশাসনিক আধিকারিকের। গঙ্গাসাগর মেলা কে সামনে রেখে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে একাধিক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এদিন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাশাসক সমিত গুপ্তা একটি সাংবাদিক বৈঠক করে তিনি জানান,আগামী ৮ জানুয়ারি থেকে ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে মেলা।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাযাসক বলেন, জেলা প্রশাসন এবং মেলা কমিটি তীর্থযাত্রীদের সুবিধার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। রাজ্য সরকার কোনও পরিস্থিতিতেই কোনও যথাযথ ব্যবস্থার সাথে আপস করতে পারে না। তীর্থযাত্রীদের সুরক্ষা এবং যত্ন প্রথম অগ্রাধিকার। সুমিত গুপ্ত আরও বলেন, কুয়াশা একটি সমস্যা হয়ে ওঠে। তবে এটি ফগ লাইটের মাধ্যমে মোকাবেলা করা হবে এবং মোট ৯০ টি ফগ লাইট স্থাপন করা হবে। স্যাটেলাইট ফোন থেকে প্রতিটি স্তর জেলা প্রশাসন যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবেলায় ব্যবহার করবে। তৃতীয় চোখ অর্থাৎ ১১৫০টি সিসিটিভি কলকাতা থেকে সাগর পর্যন্ত নজর রাখবে এবং মেগা স্ক্রিনে কন্ট্রোল রুম থেকে সমস্ত কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হবে। এখানে নিরাপত্তার জন্য হোভার ক্রাফটও মোতায়েন করা হবে।

শিক্ষা সংক্রান্ত সেমিনার নবাবপুর হাই মাদ্রাসায়

সেখ আব্দুল আজিম ● চন্ডীতলা

আপনজন: শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি ও বিদ্যালয় ছুটদের বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে গত বৃহস্পতিবার নবাবপুর হাই মাদ্রাসা (উচ্চ মাধ্যমিক)- এর শতবর্ষ কক্ষে অনুষ্ঠিত হল "টিচার্স এনরিচমেন্ট" সংক্রান্ত একটি সেমিনার।এ ব্যাপারে মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ ফাসিহুর রহমান সিদ্দিকী জানান, উক্ত সেমিনারে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তন অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ড. জয়দেব কুমার কোলে। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ডক্টর উমেশ প্রসাদ সিং, রোশন কুমার মাল, শাকির হোসেন, মীর আব্দুর রফিক, পিনাকী চক্রবর্তী, শাহানাজ ইয়াসমিন, সজল কান্তি রায়, মোহাম্মদ ইলিয়াস, আনিসুর রহমান নস্কর, শেখ শহিদুল ইসলাম সহ নবাবপুর হাই মাদ্রাসার শিক্ষক শিক্ষিকা ও শিক্ষা কর্মীবৃন্দ। ড. জয়দেব কুমার কোলে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন। অনুষ্ঠান পরিচালন করেন মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ ফাসিহুর রহমান সিদ্দিকী।

পাথর শিল্প খোলার দাবিতে বিডিও অফিসে ডেপুটেশন

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: রাজগ্রাম এলাকার ,বীরভূম:- ২৯শে ডিসেম্বর শুক্রবার বীরভূম জেলার মুরারই- ১ ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এর নিকট ডেপুটেশন প্রদান করা হয় চারটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষ থেকে।এদিন চারটি ট্রেড ইউনিয়নের লোকজন নিজ নিজ সংগঠনের দলীয় পতাকা ও বিভিন্ন দাবি দাওয়া সম্বলিত প্ল্যাকার্ড হাতে একটি সুসজ্জিত মিছিল বের হয়ে মুরারই এর বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে এবং শেষে মুরারই - ১ বিডিও অফিসের সামনে জমায়েত হয়। সেখানে বক্তব্য রাখেন সিআইটিইউ এর পক্ষে দীপঙ্কর চক্রবর্তী, আইএনটিইউসি থেকে মৃনাল কান্তি বসু, টিইউসিসি র পক্ষে দীপক চ্যাটার্জী ও এআইইউটিইউসি র পক্ষে আয়েশা খাতুন।

বক্তাদের বক্তব্য থেকে উঠে আসে যে,রাজগ্রাম পাহাড় এলাকার পাথর শিল্পের সমস্ত ক্রাশার, খাদান ও শ্রমিকদের লোডিং এর কাজ গত ৯ ই ডিসেম্বর থেকে বন্ধ আছে। যার ফলে রাজগ্রাম এলাকার হাজার হাজার শ্রমিকের জীবন জীবিকা চালানো দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। সেই লক্ষে বিডিও র কাছে ডেপুটেশন প্রদান যেন খাদান এলাকার সমস্ত রকম জটিলতা কাটিয়ে অবিলম্বে কাজ চালু করা যায়। ডেপুটেশন ঘিরে যেন কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার জন্য মুরারই থানার পক্ষ থেকে বিডিও অফিস চত্বরে পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

সমাবেশ শেষে মুরারই-১ বি ডি ও র নিকটে সিপিআইএম,কংগ্রেস,ফরোয়ার্ড ব্লক ও এসইউসিআই পার্টির শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে যথাক্রমে সিটু র চন্দন রাজবংশী,আই এন টি ইউ সি র মইদ সেখ,এ আই ইউ টি ইউসি র শেখ শাহাজান এবং টি ইউ সি সি র পক্ষ থেকে আশরুজ্জামান শেখ এই চার জন প্রতিনিধি গিয়ে বিডিও র হাতে স্মারকলিপি তুলে দেন।সংগঠনের নেতৃবৃন্দদের আশ্বাস দেন যে, আগামী ২ রা জানুয়ারি পাথর শিল্প চালু করার ব্যাপারে জেলা শাসকের নিকট অনুমতি নিয়ে আলোচনার আহ্বান জানানো হবে বলে সংগঠনের দাবি।

ড্রেনের দাবিতে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: ড্রেনের দাবিতে রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের।বিক্ষোভের জেরে দীর্ঘক্ষণ বন্ধ হয়ে যায় বাংলা-বিহার গামী রাজ্য সড়ক।স্তব্ধ হয়ে যায় যান চলাচল।

ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার সকালে হরিশ্চন্দ্রপুর-২ নং ব্লকের ভালুকা গ্রাম পঞ্চায়েতের ভালুকা বাজার এলাকায়।স্থানীয়দের অভিযোগ,ভালুকা সদর এলাকার ভালুকা বাজার, মসজিদ পাড়া ও মহলদার পাড়া সহ একাধিক জায়গায় নিকাশি ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে।ড্রেনের নোংরা জল উপচে রাস্তায় চলে আসছে।সেগুলো মাড়িয়ে জনসাধারণকে চলাচল করতে হচ্ছে।প্রতিদিন রাস্তায় নোংরা জল জমা হয়ে থাকছে।এই জমা জলের কারণে নিত্যদিন দুর্ঘটনা ঘটছে। অথচ পঞ্চায়েত কে বারবার অভিযোগ জানিয়েও কোন কাজ হচ্ছে না।তাই বাধ্য হয়েই এদিন গ্রামবাসীরা বাংলা-বিহার রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। স্থানীয় বাসিন্দা জিগার আলি জানান, দীর্ঘদিন ধরেই ভালুকার নিকাশি ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে।ড্রেনের নোংরা জল রাস্তায় চলে আসছে অথচ প্রশাসনের কোন নজর নেই।আমরা তাই অবিলম্বে নিকাশি ব্যবস্থা গড়ে তোলার দাবিতে রাস্তা অবরোধ করেছি।এ প্রসঙ্গে ভালুকা অঞ্চলের প্রধান মিনি আখতারী বলেন 'বাসিন্দাদের অভিযোগ মেনে আমরা আগামী বছরের জানুয়ারি থেকেই এলাকায় সমস্ত নিকাশি নালার সংস্কারের হাত দেব।অবিলম্বে এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।'

উলুবেড়িয়ায় ঘাট পে হাট

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: ন্যাশনাল মিশন ফর ক্লিন গঙ্গা প্রকল্পের হাওড়া জেলা গঙ্গা কমিটির উদ্যগে এবং উলুবেড়িয়া-১নং ব্লক প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় শুক্রবার উলুবেড়িয়ার পূর্ব কালীনগরের গঙ্গার ঘাটে "ঘাট পে হাট" কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। মূলত গঙ্গাদূষণ রুখতে ও দূষণ নিয়ে মানুষকে সচেতন করতে এই কর্মসূচি উলুবেড়িয়া-১নং ব্লক প্রশাসনের।এই হাটে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর হাতে তৈরি বিভিন্ন সরঞ্জাম থেকে শুরু করে খাবারের স্টল এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীর পুতুল নাচের মাধ্যম দিয়ে নদী এবং নদীর পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষদের সচেতন করতে 'ঘাট পে হাট' কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন উলুবেড়িয়া-১নং বিডিও এম রিয়াজুল হক। তিনি আরও জানান, এই গঙ্গাকে পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব আমাদের সকলকেই নিতে হবে। এদিনের এই কর্মসূচিতে অন্যাণ্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জয়েন্ট বিডিও লিপিকা রায়, জেলা আধিকারিক উজ্জ্বল কুমার বিশ্বাস, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অতীন্দ্র শেখর প্রামাণিক,পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ আজিজুল ইসলাম মোল্লা, কালিনগর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সেখ দেরেশাদ হোসেন প্রমুখ।

জনগণের জন্য কাজ করবে জমিয়ত ইয়ুথ ক্লাব: সিদ্দিকুল্লাহ

জাকির সেখ ● করজগ্রাম

আপনজন: পূর্ব বর্ধমানের জামিয়া ইসলামিয়া আরাবিয়া করজগ্রাম মাদ্রাসার আয়োজনে তিন দিনব্যাপী জমিয়ত ইয়ুথ ক্লাবের তত্ত্বাবধানে ও ভারত স্কাউট ও গাইডের প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হলো। রাজ্য জমিয়তে উলামার সভাপতি মাওলানা সিদ্দীকুল্লাহ চৌধুরী, জমিয়ত ইয়ুথ ক্লাবের সেক্রেটারি ক্বারী আহমদ আবদুল্লাহ, করজগ্রাম মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মাওলানা আরিফুল্লাহ চৌধুরী, বীরভূম জেলা জমিয়তে উলামার সভাপতি মাওলানা আনিসুর রহমান, মাওলানা খলিলুর রহমান, মাওলানা রহমতুল্লাহ চৌধুরী প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্য জমিয়তে উলামার সভাপতি মাওলানা সিদ্দীকুল্লাহ চৌধুরী বলেন রাজ্যের কয়েকটি জায়গায় জমিয়ত ইয়ুথ ক্লাবের তত্ত্বাবধানে ও ভারতীয় স্কাউট ও গাইডের এই প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হবে। তিনি বলেন ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে যুবকদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে কিভাবে কঠিন পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হয়, যদি কোন দেশের নাগরিক দুর্ঘটনায় পড়ে, তাহলে সে কিভাবে রক্ষা পাবে, কেউ যদি পানিতে ডুবে যায়, তাহলে সে কিভাবে রক্ষা পাবে, কেউ যদি আগুনের মত দুর্ঘটনার শিকার হয়, সে কিভাবে রক্ষা পাবে।

মাওলানা সিদ্দীকুল্লাহ চৌধুরী জানিয়েছেন, জমিয়ত ইয়ুথ ক্লাবের এই প্রশিক্ষণ নিতে রাজ্যের যে কোন প্রান্তে জমিয়তের দায়িত্বশীলদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। মনে রাখবেন, যুবকদের যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে তা সংবিধানের মধ্যেই দেওয়া হবে। উল্লেখ্য, সর্বভারতীয় জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সভাপতি মাওলানা মাহমুদ মাদানী দেশের শীর্ষস্থানীয় আলেমদের নিয়ে ২০১৮ সালের জুলাই মাসে এই প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করেন। এবং এর নাম দেওয়া হয় 'জমিয়ত ইয়ুথ ক্লাব'।

জমিয়ত ইয়ুথ ক্লাবের সেক্রেটারি ক্বারী আহমদ আব্দুল্লাহ বলেন, এই প্রথম পশ্চিমবঙ্গের করজগ্রাম মাদ্রাসায় জমিয়ত ইয়ুথ ক্লাবের প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হল।

স্কুল 'বন্ধ' করে মহিলা তৃণমূলের শপথ অনুষ্ঠান

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: স্কুলে বাৎসরিক পরীক্ষা হয়ে যাওয়ায় ক্লাস বন্ধ রয়েছে। কিন্তু চলছিল ভর্তি ও সরকারি বই দেওয়ার প্রক্রিয়া। কিন্তু স্কুলে আয়োজিত হয়েছে মহিলা তৃণমূলের সংঘবদ্ধ শপথ অনুষ্ঠান। অগত্যা স্কুল বন্ধ। স্কুলে এসেও ফিরে গেল কিছু পড়ুয়া। স্কুলমুখো হতে দেখা গেল না শিক্ষকদেরও। বাঁকুড়া শহরের একেবারে কেন্দ্রস্থলে থাকা বঙ্গ বিদ্যালয়ের এমন ঘটনায় শুরু হয়েছে জোর বিতর্ক। বাঁকুড়া শহরের একেবারে কেন্দ্রস্থলে রয়েছে বঙ্গ বিদ্যালয়। বারেবারেই এই বিদ্যালয় জড়িয়েছে বিতর্কে। এবার স্কুল বন্ধ রেখে শাসক দলের অনুষ্ঠান করা নিয়ে বিতর্কে জড়াল এই স্কুল। জানা গেছে এদিন বঙ্গ বিদ্যালয়ে মহিলা তৃণমূলের উদ্যোগে আয়োজিত হয় সংঘবদ্ধ শপথ নামের একটি কর্মসূচী। এই কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অসংখ্য মহিলা এই কর্মসূচীতে যোগ দিয়েছিলেন। স্কুলের সভাঘরে আয়োজিত মহিলা তৃণমূলের এই কর্মসূচীর জন্য স্কুল বন্ধ রাখা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এদিন স্কুলে ভর্তি ও নতুন বই নেওয়ার কাজে এসেও বেশ কয়েকজন পড়ুয়াকে ফিরে যেতে হয় বলে অভিযোগ। স্কুলের কোনো শিক্ষক শিক্ষিকা এমনকি প্রধানশিক্ষকও স্কুলের ধারপাশ মাড়াননি। কী কারনে স্কুল এভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে সে সম্পর্কে কিছু জানাতে পারেননি স্কুলে আসা নিরাপত্তারক্ষীরাও। যেখানে জেলার সমস্ত স্কুল এদিন খোলা ছিল সেখানে কেন বন্ধ বঙ্গ বিদ্যালয় তা নিয়ে কিছু জানাতে পারেনি শিক্ষা দফতরও। জেলা স্কুল পরিদর্শক স্কুল বন্ধের ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন। মহিলা তৃণমূলের কর্মসূচীর জন্যেই বিনা নোটিশে বঙ্গ বিদ্যালয় স্কুল বন্ধ রাখার অভিযোগ এনে ঘটনার কড়া নিন্দা করেছে বিজেপি। তৃণমূলের দাবী স্কুল বন্ধ রয়েছে। তাই স্কুল কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়েই এই কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। একই দাবী করেছেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যও।

দু'কোটি টাকায় তৈরি রাস্তার সূচনা সাবিনার

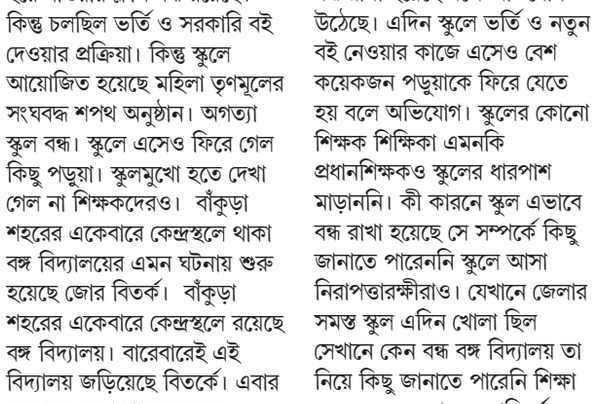

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: রাজ্যের উন্নয়ন দপ্তরের অর্থানুকূল্যে মালদা জেলার অন্তর্গত বামনগোলা ব্লকের মদনাবতী গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সামসাবাদ মোড় হইতে ব্রাহ্মণী নদীর ঘাট ও কবিরাজ পাড়া মোড় পর্যন্ত প্রায় দুই কিলো মিটার রাস্তা ২কোটি ৩৩ লাখ টাকা ব্যয়ে উদ্বোধনের করলেন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন,মালদা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ পূর্ণিমা বারুই দাস,বামনগোলা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পারুল কুজুর,বামনগোলা ব্লকের রাজু কুন্ডু, মদনাবতী অঞ্চলের প্রধান সনেকা মূমূ বামনগোলা থানার আই সি, শংকর সরকার সহ এলাকার ব্যক্তিবর্গ।এদিন আদিবাসী নিত্যের মধ্যেদিয়ে তাদে মঞ্চে নিয়ে আসা হয় মন্ত্রী সহ অন্যান্য ব্যক্তিদের।এলাকাবাসী অভিযোগ ছিল এই রাস্তা বেহাল হয়ে ছিলো বহুদিন ধরে।রাস্তার দাবিতে গ্রামবাসী তরফে পথ অবোধ হয়।রাস্তার বেহাল অবস্থায় অবশেষ রাস্তার কাজ শুরু হতে চলেছে তাতে খুশি এলাকাবাসী প্রায় দুই কিলোমিটার রাস্তা তৈরি হবে এদিন মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরনায় শুভ শিলান্যাস করলেন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন।ম ন্ত্রী সহ অতিথিদের উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করার পর নারকেল ফাটিয়ে রাস্তার শিলান্যাস করা হয়।

গঙ্গাসাগরে নিষিদ্ধ প্লাস্টিক: ফিরহাদ

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: গঙ্গাসাগর মেলায় নিষিদ্ধ করা হল প্লাস্টিক। কোনো রকমের প্লাস্টিক নিয়ে যাওয়া যাবে না বলে জানান মেয়র ফিরহাদ হাকিম। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশিকা অনুযায়ী প্লাস্টিক বর্জন করার আবেদন জানানো হয়েছে।সামনেই গঙ্গাসাগর মেলা। মেলার জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দিল কলকাতা পৌর সংস্থা। শুক্রবার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের নেতৃত্বে পৌর প্রশাসনের একটি বৈঠক হয় কলকাতা পৌর সংস্থার কনফারেন্স রুমে। বৈঠকে হাজির ছিলেন মেয়র পরিষদ সদস্য দেবাশীষ কুমার , পৌর কমিশনার বিনোদ কুমার, সচিব হরিহর প্রসাদ মণ্ডল, বিভাগীয় ডি জি সহ কলকাতা পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। বৈঠকে বাবুঘাটে গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি এবং ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনা হয় । বৈঠকের পর মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানান স্বাস্থ্য এবং টয়লেট সহ জঞ্জাল অপসারণ কাজ কলকাতা পৌর সংস্থা দেখবে। গঙ্গাসাগর মেলায় কোভিড টেস্টিং ব্যাবস্থা রাখা হবে। পজিটিভ হলে তাহলে তাদেরকে বেলিয়াঘটা হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র খতিয়ে দেখতে হঠাৎ হাজির বিডিও

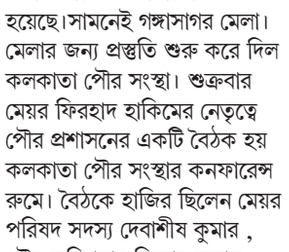

সেখ মহম্মদ ইমরান ● কেশপুর

আপনজন: রাতের আঁধারে ফুটপাতবাসীদেরকে কম্বল বিতরণের পর এবার অতর্কিতে বিডিও'র পরিদর্শন অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রে। শুক্রবার সকালে কেশপুর ব্লকের এনায়েতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মহিষা লোধাপল্লী এলাকায় আইসিডিএস কেন্দ্র পরিদর্শন করলেন কেশপুর বিডিও কৌশিশ রায় । সঙ্গে ছিলেন কেশপুরের জয়েন্ট বিডিও সৌমিক সিংহ , সিডিপিও আরতি সিংহ প্রমুখ।

তিনি এদিন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের বাচ্চা, প্রসূতি মহিলা ও বয়স্ক বয়স্কাদের মধ্যে চকলেট, ফল সহ অন্যান্য সামগ্রী বিতরণ করেন। এছাড়াও এদিন তিনি লোধাদের বিভিন্ন সমস্যার কথা শুনেন এবং তার সমাধানের আশ্বাস দেন।

শিশু অধিকার রক্ষায় শুনানি শিশু কমিশনে

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: শিশুদের অধিকার রক্ষায় শুনানি হল শনিবার। দিল্লি থেকে আগত জাতীয় শিশু অধিকার রক্ষা কমিশনের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে এদিন চলে এই শুনানি পর্ব। কুমারগঞ্জ বিডিও দপ্তরের কনফারেন্স হলে একটি উচ্চ পর্যায়ের ন্যায়াসন (বেঞ্চ) বসে। যেখানে দ্রুত সমস্যা সমাধানের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন জাতীয় শিশু অধিকার রক্ষা কমিশনের মেম্বার সেক্রেটারি রূপালী ব্যানার্জি সিংহ, অতিরিক্ত জেলাশাসক ড: হারিস রাশিদ, মহকুমা শাসক (সদর) দেবাশীষ চৌধুরী, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) ডেন্ডুপ শেরপা, দক্ষিণ দিনাজপুর চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির চেয়ারপার্সন মন্দিরা রায়, জেলা সমাজ কল্যাণ দপ্তরের আধিকারিক বিপ্লব সেন, কুমারগঞ্জ বিডিও শ্রীবাস বিশ্বাস, কন্যাশ্রী প্রজেক্ট ম্যানেজার ঈশা তামাং, কুমারগঞ্জ বিএমওএচ সৌমিত্র সাহা, অতিরিক্ত জেলা প্রকল্প আধিকারিক রুহুল আমিন, অবর বিদ্যালয়ের পরিদর্শক দেবলীনা ব্যানার্জি, সিডিপিও তপন বিশ্বাস, ডিএসপি (ডিইবি) ড: রাহুল বর্মন প্রমুখ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

'ইমসচ'-এর থ্যালাসেমিয়া কর্মশালা

আপনজন ডেস্ক: দ্য ইন্টারন্যাশনাল মিশন ফর সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড চ্যারিটি (ইমসচ)-এর উদ্যোগে মুর্শিদাবাদ জেলার অধীন অনন্তপরের রাণীতলায় "অমৃতকুণ্ড কৃষ্ণকামিনী বিদ্যা মন্দির"-এ ৪৩ তম বর্ষ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের "থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা, নিয়ন্ত্রণ, চিকিৎসা এবং প্রতিরোধ কর্মশালা" অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মশালায় থ্যালাসেমিয়া শণাক্তকরণ, গর্ভবতী মা ও পিতা-মাতা থেকে শিশুদের মধ্যে থ্যালাসেমিয়া সংক্রমণ প্রতিরোধ, থ্যালাসেমিয়া বাহক নির্ণয় পদ্ধতিকে অনুসরণ করে ও দুজন বাহকের বিবাহ বন্ধ করার মাধ্যমে থ্যালাসেমিয়া সচেতনতার বার্তা দেওয়া হয়। প্রাক বিবাহ যে কোন বয়সেই থ্যালাসেমিয়া রক্ত পরীক্ষা করা আবশ্যিক, বিবাহের সন্ধিক্ষণে, বিবাহ পরবর্তী সন্তানধারণের পূর্বে এবং ছাত্রাবস্থায় থ্যালাসেমিয়া পরীক্ষা আবশ্যিক বলে সচেতন বার্তা করা হয় এদিনের কর্মশালায়। কর্মশালায় ৬৫৭ জন বিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রী এবং গ্রামবাসী অংশ নেন।

বিষ দিয়ে নষ্ট করে দিল ১২ বিঘা জমির টমেটো

রঙ্গিলা খাতুন ● খড়গ্রাম

আপনজন: রাতের অন্ধকারে ১২ বিঘা টমাটোর জমিতে অমানবিকভাবে বিষ দিয়ে চারা নষ্ট করলে দুষ্কৃতীরা যার ফলে চাঞ্চল্য ছড়াই মুর্শিদাবাদ জেলার খড়গ্রাম থানার বাটি গ্রামে ।

জানা গিয়েছে বাটি গ্রামের চারজন কৃষক মিলে ১২ বিঘা জমিতে টমেটো চাষের জন্য চারা রোপণ করেছিলেন।

চারা গাছে ভালো টমেটো ধরতে শুরু করেছে কিন্তু রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতীরা সেই চারাতে বিষ প্রয়োগ করে মেরে ফেলায় দুশ্চিন্তায় দিন কাটছে খড়গ্রাম থানার বটি গ্রামের সুভাষ দাস, অশোক দাস, গৌর দাস এবং উত্তম দাসের । এই চারজন কৃষক ঋণ নিয়ে জমিতে চাষ করার করছিলেন কিছু উপার্জনের জন্য কিন্তু এইভাবে সব চলে যাবে ভাবতেও পারছেন তারা।

সরকারি সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকেরা।

এ বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকেরা খড়গ্রাম থানায় অভিযোগ করেছে । কে বা কারা এমন অমানবীক ঘটনা ঘটালো তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পূর্ব মেদিনীপুরের সব থানায় বাম ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● তমলুক

আপনজন: পুলিশ প্রশাসনের নিরপেক্ষ ভূমিকা,বামফ্রন্টের নেতা,কর্মীদের নামে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার,এলাকায় অপরাধমূলক কাজের সাথে যুক্তদের দলমত নির্বিশেষে গ্রেপ্তার,এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় যথাযথ ভূমিকা পালনের দাবি সহ পুলিশের ষড়যন্ত্রমূলক কাজের বিরুদ্ধে এবং আগামী লোকসভা নির্বাচনে পুলিশের নিরপেক্ষ কাজের দাবিতে শুক্রবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সমস্ত থানায় ডেপুটেশন দেওয়া হয় বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে।দেশপ্রাণ ব্লকের পেটুয়া থানায় ডেপুটেশনে সিপিআই(এম) নেতা হিমাংশু দাস সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। অন্যদিকে পাঁশকুড়া ও কোলাঘাট থানায় ডেপুটেশন কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন পার্টি নেতা ইব্রাহিম আলি সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এছাড়াও জেলার এগরা,দীঘা,রামনগর,পটাশপুর, কাঁথি,মারিশদা,হেঁড়িয়া,খেজুরি, ভূপতিনগর,ভগবানপুর, চন্ডিপুর, নন্দীগ্রাম,হলদিয়া,ভবানীপুর, দুর্গাচক,সুতাহাটা,মহিষাদল, নন্দকুমার,তমলুক,ময়নাথানা সহ জেলার বিভিন্ন পুলিশ ফাঁড়ি, মহিলা থানা ও কোষ্টাল থানা গুলিতেও ডেপুটেশন দেওয়া হয় নির্দিষ্ট দাবির ভিত্তিতে।থানায় ডেপুটেশন দেওয়ার আগে বাজার এলাকাগুলিতে মিছিল হয়।

প্রথম নজর

ব্রিটেনে ঝড় গেরিটের আঘাতে ৩ জনের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: ইংল্যান্ডের উত্তরাঞ্চলে বৃহস্পতিবার ঝড় গেরিটের আঘাতে তিনজনের প্রাণহানি ঘটেছে। তাদের বহন করা গাড়ি নদীতে পড়ে যাওয়ায় তারা প্রাণ হারায়। এদিকে এ ঝড়ের আঘাতে যুক্তরাজ্যের অনেক ক্ষতি হয়েছে। স্থানীয় পুলিশ এ কথা জানিয়েছে। খবর এএফপি'র।
গাড়িটি নদীতে পড়ে যাওয়ার খবর পাওয়ার পর দুপুরের কিছু সময় আগে জরুরি সার্ভিসের কর্মীরা গ্লাইসডেল শহরের কাছ দিয়ে প্রবাহিত রিভার ইস্ক অভিমুখে রওনা হয়।
নর্থ ইয়র্কশায়ার পুলিশ জানায়, 'দমকল বাহিনীর কর্মীরা স্থানীয় সময় বিকাল ৩টার পর নদী থেকে গাড়িটি উদ্ধার করে।
দুঃখজনকভাবে ভিতরে থাকা তিনজনই প্রাণ হারায়।'
পুলিশ জানায়, তাদের সাহায্য করতে সেখানে এগিয়ে আসা অন্য এক ব্যক্তিকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। তারা আরও জানায়, আবহাওয়ার পরিস্থিতি গাড়ি চালানোর জন্য বিপজ্জনক ছিল। যুক্তরাজ্যের বেশ কয়েকটি অঞ্চল, বিশেষ করে স্কটল্যান্ড ও উত্তর ইংল্যান্ডে বুধবার থেকে ঝড় গেরিট ব্যাপকভাবে আঘাত হানে। এর প্রভাবে এসব অঞ্চলে ভারী বৃষ্টি ও তুষারপাত হয়। স্কটল্যান্ডের অ্যাবারডিনশায়ারে ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ১৩৬ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যায়।

নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অনুমতি পেলেন নওয়াজ

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের দুই আসন থেকেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ছাড়পত্র পেয়েছেন দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ। তার মনোনয়ন গ্রহণ করেছে পাকিস্তানের নির্বাচন কমিশন। তাই আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে লড়তে বাধা নেই নওয়াজ শরিফের।
পিএমএল-এন এর নেতা রানা সানাউল্লাহ খান জানিয়েছেন, নেতা নওয়াজ শরিফ পার্লামেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হচ্ছেন। নওয়াজ শরিফের দল পাকিস্তান মুসলিম লিগ-এন জানায়, আসন্ন নির্বাচনে দলের সর্বসম্মতিক্রমে নওয়াজকেই প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত করেছেন তারা।
প্রথমে লাহরের আসন থেকে তার মনোনয়ন বৈধ করা হয়। এবার পাকিস্তানের মানসেরার এনএ-১৫ আসনের জন্য প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের মনোনয়নপত্র গতকাল বৃহস্পতিবার (২৮ ডিসেম্বর) সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
নওয়াজ শরিফ গত অক্টোবরে লন্ডন থেকে পাকিস্তানে ফেরেন। এরপর তিনি বিভিন্ন মামলায় খালাস পান। অক্টোবরে দেশে ফিরে শাস্তির বিরুদ্ধে আপিল করেছিলেন তিনি। নওয়াজ শরিফের নির্বাচনে অংশ নেয়ার পেছনে সবচেয়ে বড় বাধা ছিল আইনি নিষেধাজ্ঞা। ২০১৭ সালে পানামা পেপারসহ একাধিক দুর্নীতিতে নওয়াজকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেয় পাকিস্তানের শীর্ষ আদালত। ২০১৮ সালে আদালতেরই নির্দেশে দুই দফায় দশ বছর ও সাত বছরের জেল হয় তার। সেই সময় প্রাথমিক ভাবে হৃদরোগের চিকিৎসার নিতে ছয় সপ্তাহের জামিন নিয়ে লন্ডনে গিয়েছিলেন তিনি। জামিনের মেয়াদ শেষ হলেও তখন দেশে ফেরেননি তিনি। এদিকে নওয়াজের নির্বাচনে ছাড়পত্র পাওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী তথা ক্রিকেটার ইমরান খানের দল তেহরিক-ই-ইনসাফ। তারা জানায়, পরিকল্পনা মাফিক নওয়াজকে ভোটে লড়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। পিএমএল-এনের এক শীর্ষ নেতা রানা সানাউল্লা খানের কথায়, এই নির্বাচনে শরিফ ছাড়া আর কাউকে প্রার্থী হিসেবে ভাবতেই পারছেন না তারা।

সৌদি আরবে নতুন বৃহৎ সোনার খনির সন্ধান

আপনজন ডেস্ক: মধ্যপ্রাচ্যের তেল সমৃদ্ধ দেশ সৌদি আরবে এবার নতুন সোনার খনির সন্ধান পাওয়া গেছে।
বৃহস্পতিবার সৌদি অ্যারাবিয়ান মাইনিং কোম্পানি (মাদেন) এই ঘোষণা দিয়েছে।
এক প্রতিবেদনে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, মক্কা অঞ্চলের আল খুরমাহতে অবস্থিত মানসুরাহ মাসারাহ সোনার খনির দক্ষিণে সন্ধান পাওয়া গেছে ১০০ কিলোমিটার প্রসারিত বড় এই সোনার খনির।
অঞ্চলটির বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ করা নমুনা যাচাই করে উচ্চ ঘনত্বের সোনা পাওয়ার সম্ভাবনা পাওয়া গেছে। নমুনায় প্রতি টন খনিজে সোনার উপস্থিতি রয়েছে ১০ দশমিক ৪ গ্রাম, অপরটিতে রয়েছে ২০ দশমিক ৬ গ্রাম।
সৌদি আরবের খনি পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান মাদেন বলেছে, তারা একাধিক সোনার খনি আবিষ্কার করেছে, যা এই এলাকায় সোনার খনির সম্প্রসারণের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দিয়েছে।
একটি বিবৃতিতে মাদেন বলেছে, ২০২২ সালে মানসুরা মাসারেহের কাছে ১০০ কিলোমিটার চওড়া এক উপত্যকায় সোনার সন্ধানে জরিপকাজ শুরু করে। অবশেষে সেই সন্ধান সফলতার মুখ দেখেছে। প্রতিষ্ঠানটি ৬৭ শতাংশ মালিকানাই সৌদি আরবের রাষ্ট্রায়ত্ত সার্বভৌম তহবিল পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড বা পিআইএফের।
সোনার মজুত পাওয়ার পর ২০২৪ সালে প্রতিষ্ঠানটি এ অঞ্চলটিতে ব্যাপক খননকাজ চালানোর ঘোষণা দিয়েছে।
মাদেনের প্রধান নির্বাহী রবার্ট উইল্ট রয়টার্সকে বলেন, গত অক্টোবর মাসে মাদেন সোনা ও ফসফেট উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা দ্বিগুণ করেছে।

গাজার কেন্দ্রস্থলে ইসরায়েলি সেনারা, পালাচ্ছে লাখো ফিলিস্তিনি

আপনজন ডেস্ক: গাজার কেন্দ্রস্থলে শরণার্থী শিবিরগুলোতে ইসরায়েলি সেনারা ঢুকে পড়ার কারণে ওই এলাকা ছেড়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে প্রায় দেড় লাখ ফিলিস্তিনি। জাতিসংঘের পক্ষ থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শী এবং হামাসের সশস্ত্র শাখা জানিয়েছে, বুরেইজ শরণার্থী শিবিরের পূর্বাঞ্চলের দিকে চলে এসেছে ইসরায়েলি ট্যাংক।
ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী সম্প্রতি তাদের স্থল অভিযান সম্প্রসারিত করেছে মূলত বুরেইজ এবং পার্শ্ববর্তী নুসেইরাত ও মাঘাজি শরণার্থী শিবিরকে টার্গেট করে।
হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার ইসরায়েলি বোমা হামলায় গাজাজুড়ে বেশ কিছু মানুষ নিহত হয়েছে। গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চলে হামাসের বন্দুকধারী সদস্যদের একটি আন্তঃসীমান্ত হামলার জের ধরে এই যুদ্ধ শুরু হয়। ওই হামলায় ১২০০ জন নিহত হয় যাদের বেশিরভাগই বেসামরিক নাগরিক ছিলেন। এছাড়া আরো ২৪০ জনকে জিম্মি করা হয়েছিল।
গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হিসাবে গত ১১ সপ্তাহের যুদ্ধে গাজায় ২১ হাজার ৩০০ মানুষ নিহত হয়েছে যাদের বেশিরভাগ নারী ও শিশু।
ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী উপত্যকার একটি বিস্তৃত এলাকা খালি করার ঘোষণা দিয়েছে। এই এলাকার মধ্যে গাজার কেন্দ্রস্থলে থাকা বুরেইজ ও নুসেইরাত শরণার্থী শিবির রয়েছে। এই এলাকার প্রায় ৯০ হাজার বাসিন্দা এবং ৬১ হাজার গৃহহীন বাসিন্দাদেরকে দক্ষিণাঞ্চলের দেইর আল-বালাহ শহরের দিতে যেতে বলা হয়েছে।
এদিকে, বৃহস্পতিবার জাতিসংঘ হুঁশিয়ার করে বলেছে, তাদের আসলে কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই কারণ দেইর আল-বালাহ এরইমধ্যে কানায় কানায় পূর্ণ। হাজার হাজার বাস্তুচ্যুত মানুষ সেখানে আশ্রয় নিয়েছে।
৬০ বছর বয়সী ওমার বলেন, তিনি তার পরিবারের আরও কমপক্ষে ৩৫ জন সদস্যদের সঙ্গে বুরেইজ শিবির থেক পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন। বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে তিনি ফোনে বলেন, সেই সময় চলে এসেছে, আমার মনে হয়েছিল এটা কখনোই হবে না, কিন্তু মনে হচ্ছে বাস্তুচ্যুত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। এই নৃশংস ইসরায়েলি যুদ্ধের কারণে আমরা এখন দেইর আল-বালাহতে একটি তাবুতে বসবাস করছি।
জাতিসংঘের ত্রাণ সংস্থা ইউএনআরডাব্লিউএ এর গাজা বিষয়ক পরিচালক টম হোয়াইট বলেন, আরো বেশি মানুষকে গাজার দক্ষিণাঞ্চলে রাফা শহরের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। তার মানে খুবই ছোট একটি উপত্যকায় আরও বেশি মানুষ আসছে যাদেরকে ধারণ করার ক্ষমতা এর নেই।
বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানায়, রাফায় একটি ভবনে ইসরায়েলি বাহিনীর বিমান হামলায় ২০ জন নিহত হয়েছে। ওই ভবনটিতে বাস্তুচ্যুত বাসিন্দারা আশ্রয় নিয়েছিলেন।
বৃহস্পতিবার সকালে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ঘোষণা করেন যে, মাঘাজি শহরে ইসরায়েলি বিমান হামলায় কমপক্ষে ৫০ জন নিহত হয়েছে। এই শহরটি বেইত লাহিয়া থেকে উত্তরাঞ্চলে এবং খান ইউনিস থেকে দক্ষিণে অবস্থিত।

৪ ইসরায়েলি গুপ্তচরকে ফাঁসির দড়িতে ঝোলাল ইরান

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের সঙ্গে যুক্ত চার গুপ্তচরের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছে ইরান।
শুক্রবার (২৯ ডিসেম্বর) ইরানের বিচার বিভাগের সঙ্গে যুক্ত বার্তা সংস্থা 'মিজান' এ তথ্য জানিয়েছে।
প্রতিবেদনে জানানো হয়,
ইহুদিবাদী শাসনের সঙ্গে জড়িত গুপ্তচর দলের ওই চার সদস্য মোসাদ কর্মকর্তাদের নির্দেশে দেশের নিরাপত্তার বিরুদ্ধে ব্যাপক কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছিল।
শুক্রবার সকালে আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে।
মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়া চারজনের মধ্যে তিনজন পুরুষ। তারা হলেন- ভাফা হানারেহ, আরাম ওমারি এবং রহমান পারহাজো। অপরজন হলেন একজন নারী। তার নাম নাসিম নামাজি। তাদের সবাইকে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
দুই সপ্তাহ আগে ঠিক একই অভিযোগে এক ইসরায়েলি গুপ্তচরের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছিল ইরান। ওই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই আরো চার গুপ্তচরের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করলো মধ্যপ্রাচ্যের দেশটি।
বিচারিক বিভাগের ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়া ব্যক্তিরা ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের নির্দেশনায় ইরানের জাতীয় নিরাপত্তার বিরুদ্ধে কাজ করেছেন।
পারমাণবিক শক্তি সমৃদ্ধ দেশ ইরান প্রায়ই গুপ্তচরবৃত্তির সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে থাকে। ইহুদিবাদী ইসরায়েলের সঙ্গে নিজ নাগরিকদের যে কোনো ধরনের সংশ্লিষ্টতাকে গুরুতর অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করে দেশটি।

পশ্চিম তীরে মানি এক্সচেঞ্জ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ বাজেয়াপ্ত

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলি দখলদার বাহিনী অধিকৃত পশ্চিম তীরে পাঁচটি মানি এক্সচেঞ্জে অভিযান চালিয়ে বুধবার রাতে ১০ মিলিয়ন শেকেল (২.৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) বাজেয়াপ্ত করেছে। মোট ৯টি শাখায় অভিযান চালিয়ে ২০ জন ফিলিস্তিনিকে আটকও করা হয়েছে। ইসরায়েলি গণমাধ্যমের বরাত দিয়ে মিডল ইস্ট মনিটর শুক্রবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। প্রতিবেদনে ইসরায়েলের জিএলজেড রেডিওর বরাত দিয়ে বলা হয়েছে,
ইসরায়েলি প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্ট এ ব্যবসাগুলোকে 'সন্ত্রাসী সংগঠন' হিসেবে ঘোষণা করেছেন। তাঁর দাবি, প্রতিষ্ঠানগুলো ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস ও ইসলামিক জিহাদের তহবিল হস্তান্তর করার জন্য কাজ করছিল। অভিযান পরিচালনা করা প্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থান পশ্চিম তীরের রামাল্লা, জেনিন, তুলকারম ও হলহুলে। ইসরায়েল তার অভিযোগের সমর্থনে অবশ্য কোনো প্রমাণ দেয়নি।
২০২১ সালের অক্টোবরে ইসরায়েল ছয়টি মানবাধিকার সংস্থাকে 'সন্ত্রাসী' হিসেবে মনোনীত করেছিল।
সংস্থাগুলো ফিলিস্তিনিদের এবং তাদের জমি ও সম্পত্তির ওপর ইসরায়েলের অপব্যবহার তুলে ধরেছিল। সে ঘটনায় ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে একটি বড় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল।
জাতিসংঘের একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা নিন্দাও করেছিলেন। সে সময় জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার মিশেল ব্যাচেলেট বলেছিলেন, '(এটি) মানবাধিকার রক্ষকদের, সংস্থা, মতামত ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং জনগণের অংশগ্রহণের অধিকারের ওপর আক্রমণ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মায়ানমারের এলাকা ছাড়ার আহবান

আপনজন ডেস্ক: চীন সীমান্তবর্তী মায়ানমারের উত্তরাঞ্চলীয় একটি জেলা থেকে নাগরিকদের সরে যেতে বলেছে দেশটিতে নিযুক্ত চীনা দূতাবাস। জান্তা বাহিনীর সঙ্গে জাতিগত সংখ্যালঘু সশস্ত্র গোষ্ঠীর চলমান সংঘাতে উচ্চ নিরাপত্তা ঝুঁকির কারণে গতকাল বৃহস্পতিবার এ আহবান জানানো হয়। চীনের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম উইচ্যাটে চীনা দূতাবাস বলেছে, উত্তর মায়ানমারের কোকাং অঞ্চলের লাউক্কাই জেলায় সংঘাত অব্যাহত রয়েছে এবং সেখানে আটকে পড়া লোকজনের নিরাপত্তা ঝুঁকি বেড়েছে। চীনা নাগরিকদের অতিসত্বর লাউক্কাই জেলা থেকে সরে যাওয়ার আহবান জানানো হচ্ছে।
এমএনডিএএ সংশ্লিষ্ট গণমাধ্যম চলতি সপ্তাহে বলেছে,
স্বায়ত্তশাসিত কোকাং অঞ্চলে বিমান হামলা চালিয়েছে জান্তা বাহিনী। এ সময় লাউক্কাই শহরের কিছু অংশ গোলাবর্ষণের শিকার হয়। চলতি মাসের শুরুতে বেইজিং বলেছিল, মায়ানমারের সামরিক বাহিনী ও জাতিগত সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনায় মধ্যস্থতা করেছে বেইজিং। দুই পক্ষ একটি অস্থায়ী যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছে।

শেনজেনভুক্ত হওয়ার সুযোগ পেল রোমানিয়া-বুলগেরিয়া

আপনজন ডেস্ক: শেনজেনভুক্ত হতে যাচ্ছে রোমানিয়া ও বুলগেরিয়া। ফলে আকাশ ও সমুদ্র সীমান্ত দিয়ে ইউরোপে পাসপোর্টমুক্ত অবাধ চলাচলের সুযোগ পেতে যাচ্ছে দেশ দুটো।
বৃহস্পতিবার রোমানিয়া ও বুলগেরিয়া স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, ২০০৭ সাল থেকে দেশ দুটো ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) সদস্যপদ পায়। এবার নতুন করে শেনজেনভুক্ত হওয়ার সুযোগ পেল। এক বিবৃতিতে রোমানিয়ার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, ২৩ ডিসেম্বর তারা অস্ট্রিয়া ও বুলগেরিয়ার সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে একটি রাজনৈতিক চুক্তিতে পৌঁছেছে। এ চুক্তিতে রয়েছে রোমানিয়া ও বুলগেরিয়ার সঙ্গে শেনজেন এলাকার সম্প্রসারণ এবং এ দুই দেশকে ২০২৪ সালের মার্চ থেকে শেনজেনের আকাশ ও সমুদ্র সীমান্তে অন্তর্ভুক্তি।

সেহেরী ও ইফতারের সময়
সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৫০মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.০৭ মি.

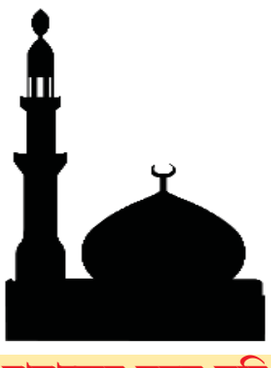

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৫০	৬.১৬
যোহর	১১.৪৪	
আসর	৩.২৭	
মাগরিব	৫.০৭	
এশা	৬.২২	
তাহাজ্জুদ	১০.৫৯	

ফের বড় ধরনের ধাক্কা খেলেন ট্রাম্প

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় অঙ্গরাজ্য মেইনে আগামী বছর অনুষ্ঠেয় রিপাবলিকান পার্টির প্রাইমারিতে (প্রেসিডেন্ট পদে দলীয় মনোনয়নের লড়াই) ডোনাল্ড ট্রাম্পকে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৮ ডিসেম্বর) অঙ্গরাজ্যটির শীর্ষ নির্বাচনী কর্মকর্তা এই রুল দিয়েছেন।
মেইন অঙ্গরাজ্যে রিপাবলিকান পার্টির প্রাইমারির ব্যালটে ট্রাম্পকে অযোগ্য ঘোষণার ক্ষেত্রে মার্কিন সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনীর বিদ্রোহসংক্রান্ত ধারার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

রোবট স্পেসপ্লেন উৎক্ষেপণ করল মার্কিন সামরিক বাহিনী

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর গোপনীয় এক্স-৩৭বি রোবোটিক স্পেসপ্লেন ফ্লোরিডা থেকে উড্ডয়ন করেছে। এটি যুক্তরাষ্ট্রের সপ্তম মিশন।
বৃহস্পতিবার ফ্লোরিডায় নাসার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে মহাকাশযানটি যাত্রা শুরু করে। দর্শনীয় এ উড্ডয়নটি সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। মিশনটিতে প্রথমবারের মতো স্পেসএক্স ফ্যালকন হেভি রকেট ব্যবহার করে স্পেসপ্লেনটি ওড়ানো হয়েছে। রকেটটি এ স্পেসপ্লেনকে আগের চেয়ে উচ্চতর গতিতে কক্ষপথে পৌঁছে দিতে সক্ষম। ফ্যালকন হেভি তিনটি তরল-জ্বালানিযুক্ত রকেট কোরের সমন্বয়ে গঠিত।
চীনের নিজস্ব রোবট স্পেসপ্লেন উড্ডয়নের দুই সপ্তাহ পর যুক্তরাষ্ট্রও তাদের স্পেসপ্লেন পাঠাল। চীনের রোবট স্পেসপ্লেনটি শেনলং বা ডিভাইন ড্রাগন নামে পরিচিত। এর মাধ্যমে মহাকাশে দুই দেশের ক্রমবর্ধমান প্রতিদ্বন্দ্বিতায় একটি নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। ২০২০ সালের পর থেকে এটি কক্ষপথে দেশটির তৃতীয় মিশন। পেন্টাগন এক্স-৩৭বি মিশন সম্পর্কে কম তথ্য প্রকাশ করেছে। এই মিশন বছরের পর বছর স্থায়ী হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে এবং সামরিক বাহিনীর ন্যাশনাল সিকিউরিটি স্পেস লঞ্চ কর্মসূচির অধীনে মার্কিন স্পেস ফোর্সের মাধ্যমে পরিচালিত হবে।
বোয়িং-নির্মিত এই স্পেসপ্লেনটি প্রায় নয় মিটার লম্বা এবং একটি মিনি স্পেস শাটলের মতো। মনুষ্যবিহীন মহাকাশযানটি বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে পারে।

সীমান্ত নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিল আমেরিকা-মেক্সিকো

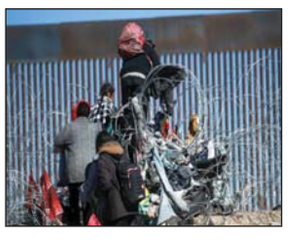

আপনজন ডেস্ক: কয়েক হাজার মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন আমেরিকা-মেক্সিকো সীমান্তে। এত পরিমাণ মানুষ একসঙ্গে সীমান্তে এর আগে সেই অর্থে কখনো দাঁড়াননি। তারা সীমান্ত পেরিয়ে আমেরিকায় ঢুকতে চান। পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে মেক্সিকোর সঙ্গে সমস্ত সীমান্ত বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল আমেরিকা।
বৃহস্পতিবার সেই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা হয়েছে। মেক্সিকো এবং আমেরিকার প্রশাসন যৌথ বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, সীমান্ত আবার খুলে দেওয়া হচ্ছে।
বৃহস্পতিবারই আমেরিকায় পৌঁছেছেন সপার্ষদ ব্লিংকেন। মেক্সিকোর পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তার বৈঠক হয়েছে। এরপরেই একটি যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করা হয়। সেখানেই সীমান্ত খোলার সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়। ভিবাসনপ্রত্যাশীদের নিয়ে ঘরে বাইরে তুমুল চাপের মুখে বাইডেন প্রশাসন। একদিকে মেক্সিকো সীমান্তে হাজার হাজার মানুষ দাঁড়িয়ে। অন্যদিকে রিপাবলিকানদের দাবি সরকারকে এ বিষয়ে কড়া সিদ্ধান্ত নিতে হবে। প্রয়োজনে ইউক্রেনে যে সাহায্য পাঠানো হচ্ছে, সেই বাজেট কমিয়ে মেক্সিকো সীমান্ত সুরক্ষিত করতে হবে। উল্লেখ্য, মার্কিন পার্লামেন্টে নিম্নকক্ষে এখন রিপাবলিকানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। ফলে মার্কিন কংগ্রেসে প্রবল চাপের মুখে বাইডেন।
মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন, দুই দেশের মধ্যে নিয়মিত ট্রেন চলে।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৮ বর্ষ, ৩৫২ সংখ্যা, ১৩ পৌষ ১৪৩০, ১৬ জমাদিউস সানি, ১৪৪৫ হিজরি

আয়-ব্যয়

সাম্প্রতিক সময়ে অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগিতে পারে–বিশ্ব কি নূতন নূতন সংকটে পড়িতে যাইতেছে? করোনা মহামারি এবং তাহার পর যুদ্ধবিগ্রহের অনলে পুড়িয়া বিশ্ব অর্থনীতি যেইভাবে ক্রমাগত ভাঙিয়া পড়িতেছে, তাহার পরিপ্রেক্ষিতে এমন চিন্তা অবান্তর নহে। আমরা লক্ষ করিয়া আসিতেছি, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বৃহত্তর সংঘাত কিংবা সংঘাত অবস্থার কারণে ক্রমাগত যেইরূপ অচলাবস্থার সৃষ্টি করিতেছে, তাহার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়িতেছে বিশ্ব অর্থনীতিতে। ফলস্বরূপ, দেশে দেশে ঘনীভূত হইতেছে বিবিধ সংকট। গ্লোবালাইজেশন বা কানেকটিভিটির যুগে যেই হেতু প্রতিটি রাষ্ট্র পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পৃক্ত, সুতরাং বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে কাঁপন ধরাইতেছে মূল্যস্ফীতির উল্লম্ফন। বিশেষত, দরিদ্র দেশসমূহকে তাড়া করিয়া ফিরিতেছে অভাব, দুষ্প্রাপ্যতা।

বর্তমান বিশ্বের দিকে তাকাইলে আমরা কী দেখিতে পাই? চতুর্দিকে কেবল সংঘাত আর হানাহানি এবং তাহার ফলে ধাবমান 'অনিশ্চয়তার বেড়াজাল'। সত্যি বলিতে, ভালো নাই কোনো ভূখণ্ড। অধিক সংকটে গরিব দেশগুলি। মুদ্রাস্ফীতির ফলে নিত্যপণ্যের বাজার লাগামহীন। মূল্যস্ফীতির লাগাম টানিবার স্বার্থে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সুদহার বৃদ্ধি করিলে তাহা শিল্পোত্পাদনের জন্য সুখকর নহে। আবার ভোক্তা পর্যায়ে কনজিউম কমাইবার ফলে ক্ষতির মুখে পড়িবে জাতীয় অর্থনীতি। অর্থাত্ পরিষ্কার হিসাব, আন্তর্জাতিক বা জাতীয় অর্থনীতিতে টান পড়িলে তাহার রেশ বহিয়া যায় ব্যক্তি-পরিবার পর্যায়েও। উন্নত বিশ্বের সহনশীলতার মাত্রা ব্যাপক বিধায়, তাহারা পরিস্থিতি সামলাইয়া লইবে, কিন্তু উন্নয়নশীল বিশ্বে ইহার অভিঘাত অতি মারাত্মক–যাহা হইতে মুক্তির পথও সহজসাধ্য নহে!

এই ঘোরতর সংকট হইতে নিষ্কৃতি মিলিতে অর্থনীতিবিদগণের মুখে বহু তত্ত্বীয় বাণী শুনিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু পকেটশূন্য জনগণের কষ্ট লাঘবে তাহা কতটা কাজ করে? একটি সময় ছিল, যখন বাংলার মানুষ পান্তা ভাতের সঙ্গে কাঁচা মরিচ মাখিয়াই উদরপূর্তি করিয়াছে। কিন্তু যখন উন্নয়নশীল বিশ্বের জনগণের ক্রমশ উন্নয়নে ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতে শুরু করিল, তখন তাহাদের খাদ্যতালিকায় নূতন নূতন পদ যুক্ত হইল। ভালোই চলিতেছিল এইভাবে, কিন্তু বাড়ন্তের গহ্বরে পড়িয়া বর্তমান সময় যেন 'দিবস যায় না বত্সর বাড়ে' পরিস্থিতি! এই ক্ষেত্রে 'সরকার কী করিল', এমন কথা উঠিতে পারে। সেই ক্ষেত্রে সরকার কি চেষ্টার খামতি রাখিয়াছে, এমন প্রশ্নও উঠিবে। দ্বিমত থাকিবার কথা নহে, দেশ আগাইয়াছে অনেক দূর। অবকাঠামোগত খাত হইতে শুরু করিয়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নের প্রভূত চিত্র দৃশ্যমান হইয়াছে। তবে অবস্থা এখন এমন যে, কোনোরকমে খাইয়া-পরিয়া বাঁচিয়া থাকা গেলেও অসুখে পড়িলে চিকিত্সা করিবার মতো সামর্থ্য কমিতেছে বেশির ভাগ সাধারণ মানুষের। সংকটের পানি বাড়িতেছে প্রতিদিন, গলা পর্যন্ত ডুবিয়া গিয়াছে অনেকের। এখন কেবল নাক ভাসাইয়া বাঁচিয়া থাকিবার চেষ্টা করা।

বৈশ্বিক অঙ্গন এবং জাতীয় অর্থনীতি যখন সংকটের গভীরে নিমজ্জিত, তখন স্বাভাবিক জীবনধারণের স্বার্থে সকলকে একটি বাক্যই আঁকড়াইয়া ধরিতে হইবে–'আয় বুঝিয়া ব্যয় করো'। সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প–সকল কিছুই ক্ষুধা বা মন্দার নিকট নতশির। জঠরানলের জ্বালা সর্বাপেক্ষা বড় জ্বালা। সুতরাং, মহাসংকট মোকাবিলায় আয় এবং খরচের মধ্যে সমন্বয়সাধন বাস্তবিক অর্থেই অনেক বড় মহৌষধ। বিশ্ব যেইভাবে ক্রমাগত সংঘর্ষের লীলাভূমিতে পরিণত হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে উন্নয়নশীল বিশ্বে 'বুভুক্ষা পরিস্থিতি' কী হইতে পারে, তাহা বুঝিতে পারা কঠিন নহে। এবং যেই সকল উন্নয়নশীল দেশ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক নানাবিধ চাপের সম্মুখীন, সেইখানকার অর্থনীতির ভবিতব্য কী, তাহাও সহজে অনুধাবনযোগ্য। অনিশ্চয়তার এই বেড়াজাল ছিন্ন হইবে না সহজে। সুতরাং, সকল ক্ষেত্রে স্বাভাবিক পরিস্থিতি বজায় রাখিয়া টিকিয়া থাকিতে হইলে পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ এবং আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্যসাধন অতীব জরুরি।

গাজার মেয়রের খোলা চিঠি

আমাদের জীবন ও সংস্কৃতি সব কিছুই ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়েছে

ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে আচরণ কেন ইসরায়েলি বা বিশ্বের অন্যান্য দেশের মানুষের মতো হতে পারে না? কেন আমরা একটু শান্তিতে বাঁচতে পারব না? কেন আমরা মুক্ত বাণিজ্যের জন্য আমাদের সীমান্ত খুলে দিতে পারব না? ফিলিস্তিনিরা মুক্ত জাতি হিসেবে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর যোগ্য দাবিদার। গাজা ফিনিক্স পাখির প্রতীক। ভস্ম থেকে আবারও তার পুনরুত্থান হবে। গাজায় আবারও শোনা যাবে প্রাণের স্পন্দন। লিখেছেন ইয়াহইয়া আর সাররাজ।

আশির দশকে আমি ছিলাম কৈশোরে। আমাদের সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব রাশাদ আল-শাবার নামে তখন গাজা শহরে গড়ে উঠছে রাশাদ আল শাবা সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। অপূর্ব তার স্থাপত্যরীতি। একে একে ওখানে নাট্যমঞ্চ হলো, বড় হলঘর হলো। আমরা গণগ্রন্থাগার, ছাপাখানা পেলাম। সংস্কৃতিকর্মী-বুদ্ধিজীবীদের কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হলো আল শাবা সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। গাজা উপত্যকার সব জায়গা থেকে ছাত্রছাত্রী, গবেষক, শিল্পীরা এখানে আসতেন। ১৯৯৮ সালে প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনও এখানে এসেছিলেন। এই কেন্দ্র ছিল গাজা শহরের রত্ন। সত্যি বলতে, এই ভবনের নির্মাণশৈলী আমাকে প্রকৌশলী হতে প্রেরণা জুগিয়েছিল। সেখান থেকে আমি অধ্যাপক হয়েছিলাম। শেষ পর্যন্ত এই আল শাবা আমাকে গাজা শহরের মেয়র করেছিল।

আমার শহরের রত্নটি ইসরায়েলি বোমা হামলায় ধ্বংস হয়ে গেছে। এখন পড়ে আছে ইট, পাথর আর সুরকি।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হিসাবে, ইসরায়েলি অভিযানে এখন পর্যন্ত ২১ হাজার মানুষ নিহত হয়েছে। এ অঞ্চলের অর্ধেকের বেশি স্থাপনা ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। ইসরায়েলিরা আরও যা চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছে, তা হলো গাজা শহরের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক সব স্থাপনা ও পৌর প্রতিষ্ঠানগুলো।

গাজায় অন্তহীন বোমা হামলায় সব গেছে। গাজার পরিচয়বাহী সব প্রতীক, সমুদ্রতীর ও সমুদ্রতীরবর্তী অপরূপ শহর, গ্রন্থাগার, অভিলেখ্যাগার, যা কিছু অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে পারত, তার সব। আমার হৃদয় ভেঙে চুরমার হয়ে যায়।

গাজার চিড়িয়াখানাটাও নেই। আমাদের চিড়িয়াখানায় নেকড়ে, হায়েনা, নানা জাতের পাখি আর বিরল প্রজাতির শিয়াল ছিল। ওরা হয় ওদের হত্যা করেছে, নয়তো জন্তুগুলো না খেতে পেয়ে মারা গেছে। শহরের প্রধান গ্রন্থাগার, শিশুদের হ্যাপিনেস সেন্টার, পৌর ভবন ও অভিলেখ্যাগার, সপ্তম শতকের গ্রেট ওমরি মস্ক–সব গেছে। ইসরায়েলি বাহিনী রাস্তাঘাট, মসজিদ, গির্জা, উদ্যান কোনো কিছুই ছাড়েনি। ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে সব।

হামাস প্রশাসন ২০১৯ সালে যখন আমাকে মেয়র হিসেবে দায়িত্ব দিল, আমার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল সমুদ্রসৈকতটার উন্নয়ন করা। আমি চেয়েছিলাম শহরের এই অংশের উন্নয়ন ঘটাতে পারলে কিছু মানুষের কাজের সংস্থান হবে। চার বছর লেগেছিল প্রকল্পটা শেষ করতে। সাগরের ধার ঘেঁষে মানুষের হাঁটার জন্য একটা পথ তৈরি করিয়েছিলাম, বিনোদনের কিছু ব্যবস্থা আর ছোটখাটো ব্যবসাকেন্দ্র হয়েছিল।

মুক্ত জাতি হিসেবে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর যোগ্য দাবিদার। গাজা ফিনিক্স পাখির প্রতীক। ভস্ম থেকে আবারও তার পুনরুত্থান হবে। গাজায় আবারও শোনা যাবে প্রাণের স্পন্দন।

নিভিনের (গাজার একজন নারী) বিয়ে ভেঙে গিয়েছিল। কথা ছিল, এই নভেম্বরে ওখানে একটা ছোট্ট রেস্তোরাঁ করবে। নিভিনের স্বপ্ন ভেঙে গেছে। মোহাম্মদ, ওই যে প্রতিবন্ধী ছেলেটা, ওর একটা ছোট্ট ক্যাফে ছিল। নেই আর। শেষ।

পুরো এলাকাটিকে মাটিতে মিশিয়ে দিতে ইসরায়েলের সময় লেগেছে কয়েক সপ্তাহ।

ইসরায়েলি ট্যাংক এত গাছ ধ্বংস করল কেন? এত বৈদ্যুতিক খুঁটি, ব্যক্তিগত গাড়ি কিংবা পানির সংযোগ? ওরা কেন জাতিসংঘের স্কুলে হামলা চালাল? গাজা থেকে ওরা আমাদের জীবনযাপনের চিহ্ন যেভাবে মুছে দেওয়ার চেষ্টা করেছে, তা অবর্ণনীয়। আমার

এখনো মনে হয়, আমি এক দুঃস্বপ্নের ভেতর আছি। আমি ভাবতেও পারি না, কীভাবে বিবেকবান মানুষ ধ্বংস ও মৃত্যুর এমন ভয়ানক অভিযানে যুক্ত হতে পারে।

গাজার আধুনিক পৌরসভা স্থাপিত হয়েছিল ১৮৯৩ সালে।

মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম প্রাচীন পৌর এলাকা এটি। এই এলাকাভুক্ত মানুষের সংখ্যা আট লাখ। বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ফিলিস্তিনি থাকে এই অঞ্চলে। যুদ্ধের শুরুতে উত্তর গাজা থেকে ১০ লাখ ফিলিস্তিনিকে জোর করে বের করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পৌর এলাকার বেশির ভাগ মানুষ আগের জায়গায়ই থেকে গেছেন।

হামাসের হামলার জবাবে ইসরায়েল যখন যুদ্ধ শুরু করে, তখন আমি দেশের বাইরে। আমি আমার সফর সংক্ষিপ্ত করে দ্রুত এলাকায় ফিরি। উদ্দেশ্য, এলাকার মানুষের কাছে পৌঁছানো। আমি একটা জরুরি সহায়তা কমিটির প্রধান। এই দলে পৌরসভার কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীরা আছেন। তাঁরা পানির পাইপ মেরামত, রাস্তা চলার উপযোগী রাখা, রোগ ছড়াতে পারে এমন পয়োবর্জ্য ও অন্যান্য আবর্জনা সরানোর কাজ করছেন। আমাদের ১৪ জন সদস্য মারা গেছেন। আমরা সবাই হয় আমাদের বাড়ি হারিয়েছি, নয়তো স্বজন।

আমি নিজেও হারিয়েছি আমার স্বজন। কোনো সতর্কসংকেত ছাড়াই আমার বাড়িতে হামলা হয় গত ২২ অক্টোবর। আমার বড় ছেলে রুশদি ছিল ফটোসাংবাদিক ও চলচ্চিত্র নির্মাতা। বোমা হামলায় সে নিহত হয়। রুশদি ভেবেছিল, মা-বাবার বাড়িতে সে নিরাপদ থাকবে। মাঝেমধ্যে আমি ভাবি, আমিই কি ইসরায়েলিদের নিশানা ছিলাম? এ তথ্য অজানাই থেকে যাবে। আমি রুশদিকে মাটি দিয়ে জরুরি সহায়তা কমিটিতে কাজে ফিরলাম।

ইসরায়েল ১৬ বছর আগে আমাদের এই অঞ্চলে অবরোধ শুরু করেছে। আর জাতিসংঘ ও অন্যান্য মানবাধিকার সংস্থার বিবেচনায় তাদের দখলদারির সূচনা আরও আগে।

এই অবরোধ, এই দখলদারি আমাদের জীবনকে ধ্বংস করে দিয়েছে। ইসরায়েলের এক অজ্ঞাতনামা সেনা কর্মকর্তা গাজাকে তাঁবুর শহরে পরিণত করবেন বলে হুঁশিয়ারি দিলেন। আর ইসরায়েলও গাজার বাসিন্দাদের জোর করে বাস্তুচ্যুত করতে শুরু করল।

তাহলে অন্তত একবার ফিলিস্তিনিদের যে প্রতিশ্রুতি দিল, তা অটুট রাখল ইসরায়েল! আমি বিশ্বের সব পৌরসভা, সব মানুষকে আহ্বান জানাই, আপনারা বিশ্বনেতাদের ওপর জোর করুন। এই খ্যাপা ধ্বংসযজ্ঞ বন্ধ করুন। ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে আচরণ কেন ইসরায়েলি বা বিশ্বের অন্যান্য দেশের মানুষের মতো হতে পারে না? কেন আমরা একটু শান্তিতে বাঁচতে পারব না? কেন আমরা মুক্ত বাণিজ্যের জন্য আমাদের সীমান্ত খুলে দিতে পারব না? ফিলিস্তিনিরা মুক্ত জাতি হিসেবে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর যোগ্য দাবিদার। গাজা ফিনিক্স পাখির প্রতীক। ভস্ম থেকে আবারও তার পুনরুত্থান হবে। গাজায় আবারও শোনা যাবে প্রাণের স্পন্দন।

ইসরায়েলি ট্যাংক এত গাছ ধ্বংস করল কেন? এত বৈদ্যুতিক খুঁটি, ব্যক্তিগত গাড়ি কিংবা পানির সংযোগ? ওরা কেন জাতিসংঘের স্কুলে হামলা চালাল? গাজা থেকে ওরা আমাদের জীবনযাপনের চিহ্ন যেভাবে মুছে দেওয়ার চেষ্টা করেছে, তা অবর্ণনীয়। আমার এখনো মনে হয়, আমি এক দুঃস্বপ্নের ভেতর আছি। আমি ভাবতেও পারি না, কীভাবে বিবেকবান মানুষ ধ্বংস ও মৃত্যুর এমন ভয়ানক অভিযানে যুক্ত হতে পারে। গাজার আধুনিক পৌরসভা স্থাপিত হয়েছিল ১৮৯৩ সালে। মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম প্রাচীন পৌর এলাকা এটি। এই এলাকাভুক্ত মানুষের সংখ্যা আট লাখ। বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ফিলিস্তিনি থাকে এই অঞ্চলে। যুদ্ধের শুরুতে উত্তর গাজা থেকে ১০ লাখ ফিলিস্তিনিকে জোর করে বের করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পৌর এলাকার বেশির ভাগ মানুষ আগের জায়গায়ই থেকে গেছেন।

ইয়াহইয়া আর সাররাজ গাজা শহরের মেয়র এবং ইউনিভার্সিটি কলেজ অব অ্যাপ্লায়েড সায়েন্সেসের সাবেক রেক্টর দ্য নিউইয়র্ক টাইমস-এ প্রকাশিত। ইংরেজি থেকে অনূদিত

সানসোম মিল্টন

২০২৪ সাল যেভাবে মধ্যপ্রাচ্যকে বদলে দিতে পারে

ভূরাজনৈতিক পরিবর্তন, ক্রমবর্ধমান সংঘাত ও মর্মান্তিক মানবিক বিপর্যয়ের কারণে এ বছর মধ্যপ্রাচ্যের জন্য একটি অশান্ত ও ঘটনাবহুল বছর ছিল।

২০২৩ সালের ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে আলোচনার সময় মধ্যপ্রাচ্যের জন্য পরবর্তী বছর কী বয়ে আনতে পারে, তা বিবেচনা করাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

গত বছরের পুরোটা সময়জুড়ে মধ্যপ্রাচ্যে কিছু বড় রাজনৈতিক ঘটনা ঘটেছে। সৌদি-ইরান চুক্তি হয়েছে। আসাদের নেতৃত্বাধীন সিরিয়ার সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের ঘটনার মতো ঘটনা ঘটেছে।

এসব ঘটনা মধ্যপ্রাচ্যের দীর্ঘস্থায়ী দ্বন্দ্ব নিরসনের এবং এই অঞ্চলের পারস্পরিক সম্পর্ক পুনর্নির্মাণের সম্ভাবনাকে বাড়াচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।

গত এপ্রিলে সুদানে বেজে ওঠা যুদ্ধের ডামাডোল আর অক্টোবর থেকে অদ্যাবধি গাজায় ইসরায়েলের চালানো বর্বর অভিযানের সাক্ষী হয়ে থাকছে ২০২৩ সাল।

এ ছাড়া প্রাকৃতিক এবং মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগও আমাদের ঝাঁকুনি দিয়েছে। বিশেষত লিবিয়ার দেরনা বাঁধ ভেঙে যাওয়া এবং তুরস্ক, সিরিয়া ও মরক্কোয় ভূমিকম্পের আঘাতে ৫৩ হাজার মানুষের প্রাণহানি সবাইকে হতবিহ্বল করেছে।

এই প্রধান বিপর্যয়কর ঘটনাগুলোর কোনোটির কথাই আগেভাগে কারও পক্ষে বলা সম্ভব ছিল না। তারপরও এই ঘটনাগুলো এই অঞ্চলের ভবিষ্যতের পথযাত্রাকে নির্দেশ করছে। মনে করা হচ্ছে, ২০২৪ সাল মধ্যপ্রাচ্যের যাত্রাকে উল্লেখযোগ্যভাবে নতুন আদল দিতে পারে।

প্রথমত, গাজায় ইসরায়েলের চলমান অভিযানের কারণে ২০২৪ সালের শুরুর দিকেই মধ্যপ্রাচ্য নিজেকে ঢেলে সাজানোর কাজে মন দিতে পারে।

গত সপ্তাহে ইসরায়েলের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা বলেছেন, গাজায় ইসরায়েলের অভিযান আরও কয়েক মাস প্রলম্বিত হতে পারে। তার মানে গাজা আরও চুরমার হতে বাকি আছে। এমনকি যদি গাজা ও ইসরায়েলের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি অস্ত্রবিরতি হয়ও, তাহলেও গাজার নিরাপত্তা ও প্রশাসন ইস্যু অমীমাংসিত থেকে যাবে এবং এটি ওই অঞ্চলের প্রধান ইস্যু হয়ে ঝুলে থাকবে।

বিশেষ করে গাজার অবকাঠামো পুনর্গঠন ইস্যুতে আরব দেশগুলো এবং পশ্চিমা দাতাদেশগুলোর মধ্যে এই নিয়ে মতভিন্নতা তৈরি হতে পারে। পশ্চিমা দাতারা এর আগে গাজার অবকাঠামো পুনর্গঠনে বেশ কয়েক দফা সহায়তা দিয়েছিল। তারা অবশ্যম্ভাবীভাবে আরও একবার গাজায় অর্থ ঢালবে কি না, তা নিয়ে বড় দ্বিধায় পড়বে।

ভূমিকম্পে সিরিয়ার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে মানবিক বিপর্যয় ঘটার পর জাতিসংঘ যেভাবে যথার্থ প্রতিক্রিয়া দিতে ব্যর্থ হয়েছিল, গাজায় তার ঠিক একই ভূমিকা দেখা গেছে। এ কারণে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যে নিজেদের সমস্যা সমাধানে নিজেদের একটি সংস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা দিনকে দিন বাড়ছে।

ইসরায়েলের বর্বর হামলা সব ধরনের মানবিক বোধকে পদদলিত করেছে। এটি নিয়ে মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্যপ্রাচ্যের বাইরের তরুণ প্রজন্ম সাংঘাতিক ক্ষুব্ধ হয়েছে। যথার্থ প্রতিক্রিয়া দেখাতে ব্যর্থ হওয়ায় আরব দেশগুলোর প্রতি তারা যে ক্রুদ্ধ, তা নিয়ে চলতি বছরের দোহা ফোরামে আলোচিত হয়েছে।

এই তরুণদের ক্ষোভকে হালকাভাবে দেখার সুযোগ নেই। এই ক্ষুব্ধ তরুণেরা গোটা অঞ্চলের সামাজিক-রাজনৈতিক চিত্র আমূল বদলে দিতে পারে। ফলে আরব দেশগুলোকে বাধ্য হয়েই তাদের ইসরায়েল নীতিকে ঢেলে সাজানোর কথা ভাবতে হতে পারে। বিশেষ করে মিসর ও জর্ডানের মতো যেসব দেশে কর্তৃত্ববাদী সরকার আছে, সেসব দেশের সরকার জনতুষ্টিবাদের কারণেই ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের বিরোধিতা শুরু করতে পারে।

দ্বিতীয়ত, ২০২৩ সালে মধ্যপ্রাচ্য ইস্যুতে জাতিসংঘ চরমভাবে ব্যর্থতার পরিচয় দেওয়ায় এই প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা ও প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে এখানে সন্দেহ তৈরি হয়েছে।

ভূমিকম্পে সিরিয়ার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে মানবিক বিপর্যয় ঘটার পর জাতিসংঘ যেভাবে যথার্থ প্রতিক্রিয়া দিতে ব্যর্থ হয়েছিল, গাজায় তার ঠিক একই ভূমিকা দেখা গেছে। এ কারণে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যে নিজেদের সমস্যা সমাধানে নিজেদের একটি সংস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা দিনকে দিন বাড়ছে। তৃতীয়ত, গাজা যুদ্ধের সরাসরি প্রভাব ২০২৪ সালে মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার (মেনা) অঞ্চলে পড়তে যাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল ইতিমধ্যেই মেনা অঞ্চলকে অর্থনৈতিক অবনমনের পথে থাকা এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ইয়েমেন, সিরিয়া ও সুদানে চলমান সংঘাত মধ্যপ্রাচ্যের সরবরাহব্যবস্থা বিঘ্নিত হচ্ছে। নিজেদের আঞ্চলিক সমস্যা নিজেদের সমাধান করতে সৌদি আরব, কাতার ও সংযুক্ত আরব আমিরাত তাদের নিজেদের তেলনির্ভরতা কমাতে হবে। এ বিষয়ে তারা ইতিমধ্যে সক্রিয় হয়েছে। তাদের যৌথ উদ্যোগ অতি দ্রুত মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনীতিতে নতুন মানচিত্র তৈরি করতে সক্ষম হবে।

সানসোম মিল্টন কাতারের দোহায় সেন্টার ফর কনফ্লিক্ট অ্যান্ড হিউম্যানিটারিয়ান স্টাডিজের একজন সিনিয়র রিসার্চ ফেলো মিডল ইস্ট আই থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তাকারে অনূদিত

পর্যাপ্ত ঘুমের অভাবে কী প্রভাব পড়ছে, জানাল গবেষণা

আপনজন ডেস্ক: বহু মানুষের মধ্যে বর্তমানে ঘুমের অভাব দেখা যাচ্ছে। বর্তমানে প্রজন্ম গভীর রাত পর্যন্ত জেগে সোশ্যাল মিডিয়ায় ডুবে থাকে। অনেকক্ষেত্রেই তারা প্রয়োজনের তুলনায় কম ঘুমাচ্ছেন। ঘুমের অভাব আপনার মনোযোগের ওপরও প্রভাব ফেলে। কম ঘুমানো কাজে মনোযোগ দেওয়া ও সিদ্ধান্ত নেয়া কঠিন হয়ে পড়ে, যা প্রভাব ফেলে আপনার কর্মক্ষেত্রে। পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘুম না হলে শারীরিক থেকে মানসিক বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিতে পারে।

সম্প্রতি একটি সমীক্ষা অনুসারে, ঘুমের অভাব কেবল আমাদের ক্লান্ত করে না, আমাদের মানসিক কার্যকারিতাকেও প্রভাবিত করতে পারে। ইতিবাচক মনোভাব তৈরি হতে পারে। সাইকোলজিক্যাল বুলেটিন জার্নালে প্রকাশিত এই গবেষণাটি ঘুমের অভাব এবং মেজাজের উপর ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে করা হয়েছে।

মন্টানা স্টেট ইউনিভার্সিটির পিএইচডি প্রধান লেখক কারা পালমার বলেছেন, গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে ৩০ শতাংশের বেশি প্রাপ্তবয়স্ক এবং ৯০ শতাংশ পর্যন্ত কিশোর-কিশোরীরা পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘুমান না।

৫ হাজার ৭১৫ জন অংশগ্রহণকারীর উপর পাঁচ দশক ধরে ১৫৪টি গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রতিটি গবেষণায় ঘুমের ম্যানিপুলেশনের পরে অন্তত একটি আবেগ-সম্পর্কিত পরিবর্তনশীল পরিমাপ করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে দেখা গেছে, কম ঘুমের ফলে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে আনন্দ, সুখ এবং তৃপ্তি এসবে ইতিবাচক প্রভাবের পাশাপাশি দ্রুত হৃৎস্পন্দন ও উদ্বেগ বৃদ্ধির মতো লক্ষণ দেখা দিয়েছে।

শীতে কোষ্ঠকাঠিন্য বেড়ে যাওয়ার কারণ ঠেকাতে করণীয়

আপনজন ডেস্ক: প্রায় সব বয়সের মানুষই বছরের যেকোনো সময়েই কোষ্ঠকাঠিন্য রোগে ভোগে থাকেন। তবে শীতকালে এ সমস্যাটি বেড়ে যায়।

কারণ এই ঠাণ্ডা আবহাওয়াতে অপরিকল্পিত ডায়েট, অনিয়মিত খাদ্যাভ্যাস আর পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি খেতে অনেকেই ভুল করেন। আবার বংশগত কারণেও কোষ্ঠকাঠিন্যের রোগে ভোগেন অনেকেই।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা একেকজনের একেকরকম। অনেকের এ সমস্যা ক্ষণস্থায়ী। আবার অনেকেই দীর্ঘদিন ধরে এ সমস্যায় ভুগছেন।

অনেক কিছু করেও এ সমস্যার সমাধান অনেকে পাননি। তবে আপনি কি জানেন, খাদ্যাভাসে ৭ খাবার যোগ করেই কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা থেকে আপনি দূরে থাকতে পারেন।

শীতে কোষ্ঠকাঠিন্য ঠেকাতে ডায়েটে ৭ খাবার প্রাধান্য দিলেই কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারেন বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এগুলো হলো-

(১) আপেল: পুষ্টিবিদদের মতে, আপেল কোষ্ঠকাঠিন্য সারাতে সক্ষম। আপেলে আছে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার। কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা সমাধানে খোসাসহ আপেল খাওয়াই উচিত। রোজ সকালে

একটি আপেল কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে।

(২) আঙুর: এই ছোট্ট ফলগুলোতেও রয়েছে খাদ্যের নানা ধরনের জরুরি উপাদান। কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে পানির জুড়ি মেলা ভার। শরীরে পানির মাত্রা যত বেশি থাকবে, ততই কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা কমবে। আঙুরে পানির সঙ্গে রয়েছে যথেষ্ট ফাইবার। ফলে সকালে কয়েকটি করে আঙুর খাওয়া গেলে শরীর যেমন সুস্থ থাকবে, তেমনি মুক্তি মিলবে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যাও।

(৩) কিউই: এই ফলে রয়েছে নানা ধরনের ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ। পাশাপাশি এক একটি কিউইতে থাকে আড়াই গ্রাম ফাইবার। তা ছাড়াও রয়েছে প্রচুর পরিমাণ পানি। সব মিলে কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি দিতে বেশ কার্যকরীই বলা যায় এই ফলকে।

(৪) কলমি শাক: কলমি শাক কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে সাহায্য করে। কলমি শাকের পাতা ও কাণ্ডে পর্যাপ্ত পরিমাণে আঁশ রয়েছে। আঁশ খাদ্য হজম, পরিপাক ও বিপাক ক্রিয়ায় সহায়তা করে। তাই ডায়েটে কলমি শাকও রাখতে পারেন।

(৫) শসা: কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি পেতে শসাকেও প্রাধান্য দিতে পারেন। শসাতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে পানি। সেই সঙ্গে এতে থাকা ফাইবার কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে আপনাকে দূরে রাখে।

(৬) কলা: কোষ্ঠকাঠিন্য সমস্যার সমাধানে মহা ঔষধ বলতে পারেন কলাকে। কলাতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার যা কোষ্ঠ্যকাঠিন্য সমস্যা সমাধানে দারুণ কাজ করে। এতে থাকা পটাশিয়াম বৃহদান্ত্র ও ক্ষুদ্রান্ত্রের কর্মক্ষমতা বাড়িয়ে হজমশক্তিকে আরও গতিশীল করে।

(৭) পর্যাপ্ত পানি: ফাইবারসমৃদ্ধ খাবারের পাশাপাশি নিশ্চিত করুন প্রতিদিন ৩ লিটার পানি প্যান করার অভ্যাস। দৈনন্দিন জীবনের ব্যস্ততার কারণে আমরা প্রায়ই পানি পান করার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজকে অবহেলা করে ফেলি। তবে যাদের কোষ্ঠকাঠিন্য রয়েছে তাদের অবশ্যই নিয়মিত ৩ লিটার পানি গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। ঘরোয়া এ তিন উপায়েই মুক্তি মিলবে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা থেকে।

অল্টারনেটিভ মেডিসিন

শীতে শুকনো খেজুর খেলে শরীরের কী উপকার হয়?

আপনজন ডেস্ক: আপনার-আমার শরীরের নাজুক ত্বক ঠান্ডা আবহাওয়া আর শীতের শুষ্কতায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দিনকে দিন। আর এ নাজুক ত্বকের যত্নে শীতে অনেকেই প্রাধান্য দেন খেজুরকে। কিন্তু শুকিয়ে যাওয়া শুকনো খেজুর খেলে শরীরের কী উপকার হয়; তা হয়তো অনেকেরই অজানা।

পুষ্টিবিদরা বলছেন, মধ্যপ্রাচ্যের অত্যন্ত সুস্বাদু ও পরিচিত ফল খেজুরে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার, আয়রন, ভিটামিন এবং ম্যাগনেসিয়ামসহ নানান পুষ্টিগুণ। আর এই সব উপাদানই অতীব প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে শীতের মৌসুমে।

আসুন এবার জেনে নিই শীতে শুকিয়ে যাওয়া খেজুর খাওয়ার কিছু উপকারিতা সম্পর্কে-

> বয়সের ছাপ প্রথমে ত্বকেই ধরা পড়ে। আর এ ত্বকই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় শীতকালে। তাই ত্বকের যত্নে খেজুর কাজে লাগাতে পারেন। নিয়মিত খেজুর খাওয়ার অভ্যাস ত্বককে শুষ্কতার হাত থেকে বাঁচায়। ত্বকের নানা সমস্যা থেকেও খেজুর মুক্তি দেয়। ত্বকের বলিরেখা নিয়ন্ত্রণ করতেও খেজুর সিদ্ধহস্ত। এ ছাড়া ত্বকের ফ্যাকাশে ভাব ও হরমোনের সমস্যা কমাতে খেজুর কার্যকরী।

> প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ও মিনারেল বিদ্যমান থাকায় নানান রোগ নিরাময় করার ক্ষমতা রয়েছে এই ফলটির। পাশাপাশি এর পুষ্টিগুণ আমাদের শরীরের প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটায়।

> ক্যালসিয়াম হাড় গঠনে সহায়ক। আর খেজুরে আছে প্রচুর পরিমাণ ক্যালসিয়াম, যা হাড়কে মজবুত করে। সেই সঙ্গে মাড়ির স্বাস্থ্যও সুরক্ষিত রাখে।

> শরীরে আয়রনের ঘাটতি মেটাতে সাহায্য করে খেজুর। একই সঙ্গে খেজুরের মিষ্টতা চিনির বিকল্প হিসেবে কাজ করে।

> শীতে হজমশক্তি কমতে শুরু করে। তাই এ সময় খেজুর খাওয়ার অভ্যাসে আপনার হজমশক্তি বাড়বে। কারণ, অন্ত্রের কৃমি ও ক্ষতিকারক পরজীবী প্রতিরোধে খেজুর বেশ সহায়ক। খেজুরে আছে এমনসব পুষ্টিগুণ, যা খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য রোধ করে।

> খেজুরে থাকে প্রচুর পরিমাণে আয়রন। এই আয়রন শরীরে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বৃদ্ধি করে। শরীরে রক্তাল্পতা দেখা দিলে বা হিমোগ্লোবিনের কমতি হলে খেজুর খাওয়া শুরু করুন। এর ফলে শরীরের আয়রনের মাত্রা বজায় থাকবে। হিমোগ্লোবিনের মাত্রা স্বাভাবিক হবে এবং রক্তের কোষ উৎপন্ন হবে।

> বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, খেজুর শরীরের খারাপ ধরনের কোলেস্টেরল কমায় (এলডিএল) এবং ভালো কোলেস্টেরলের (এইচডিএল) পরিমাণ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। তাই হৃদ্‌রোগ প্রতিরোধ করতে এবং স্ট্রোকের ঝুঁকি কমাতে নিয়মিত খেজুর খাওয়ার অভ্যাস করতে পারেন।

> খেজুর নানা ভিটামিনে পরিপূর্ণ থাকায় এটি মস্তিষ্কের চিন্তাভাবনার গতি বৃদ্ধি রাখে, সঙ্গে স্নায়ুতন্ত্রের কর্মক্ষমতা বাড়ায়।

> যকৃতের সংক্রমণ কিংবা অ্যালকোহলজনিত বিষক্রিয়ায় খেজুর বেশ উপকারী। এ ছাড়া শীতকালীন সমস্যা যেমন: গলাব্যথা, বিভিন্ন ধরনের জ্বর, সর্দি এবং ঠান্ডার সমস্যা দূর করতে খেজুর দারুণ কাজ করে।

> শীতের ঠান্ডা আবহাওয়ায় অনেকেরই অলসতা আর ঝিমুনি ভাব দেখা দেয়। এ সমস্যার সমাধান হিসেবেও খেতে পারেন খেজুর। প্রচুর পরিমাণে প্রাকৃতিক চিনি থাকার কারণে খেজুর খুব দ্রুত কর্মশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। তাই শীতে নিয়মিত খেতে পারেন ড্রাই ফ্রুট বা শুকনো ফল খেজুর।

হাঁচির সময়ে মুখ চেপে ধরলে বিপদ হতে পারে

আপনজন ডেস্ক: হাঁচির সময় অনেকেই নাক-মুখ ঢেকে ফেলেন। রুমাল দিয়ে নাক-মুখ চাপা এক জিনিস, কিন্তু অনেকেই একেবারে আঙুল দিয়ে চেপে নাক বন্ধ করে দেন। মুখও চেপে ধরেন। এর ফল মারাত্মক হতে পারে। জেনে নিন, কী হতে পারে এর ফলে।

যদিও হাঁচি বা কাশির সময়ে নাক-মুখ ঢেকে নিতে বলা হয়। তবে নাক-মুখ ঢেকে নেয়ার মানে এই নয় যে পুরোপুরি চেপে ধরবেন। এমনটি করলে বিপদ বাড়তে পারে। চিকিৎসকদের মতে, হাঁচির সময় মুখের ভেতরে বাতাস প্রায় ১৬০ কিলোমিটার গতিবেগে ছোটে। এ সময়ে নাক-মুখ চেপে ধরলে ওই বাতাস গিয়ে ধাক্কা মারে কানের পর্দায়। এর ফলে মুহূর্তেই কানের পর্দা ফেটে যেতে পারে।

শুধু তাই নয়, অনেকের খাদ্যনালি ও ফুসফুসও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এর ফলে।

গবেষণায় দেখা গেছে, হাঁচি ধরে রাখার ফলে সৃষ্ট চাপে মস্তিষ্কের অ্যানিউরিজম ফেটে যেতে পারে। এটি প্রাণঘাতী হতে পারে। হাঁচির গতিবেগের আঘাতে মস্তিষ্কে রক্তপাত হতে পারে। এগুলি সম্পর্কে সচেতন হওয়া খুবই দরকারি।

তাই কখনও হাঁচির সময় নাক ও মুখ পুরোপুরি বন্ধ করবেন না। রুমাল দিয়ে যদি হালকাভাবে নাক-মুখ ঢেকে রাখেন, তাহলে ভয় নেই। এতে মুখের ভেতরের জীবাণুও বাইরে ছড়ায় না। কিন্তু বাতাস চলার পুরো পথ যেন বন্ধ না হয়ে যায়।

জরায়ুর টিউমারের লক্ষণগুলো কী কী?

আপনজন ডেস্ক: বর্তমান বিশ্বে নারীদের জরায়ুর টিউমারের সংখ্যা বেড়েই চলছে! আগে তেমনটা শোনা যেত না। তবে এখন সচেতনাও বেড়েছে নারীঘটিত নানারকম রোগের। সেক্ষেত্রে বলতে হয়, জরায়ুতে টিউমার হলে আগেভাগে বুঝতে পারলে চিকিৎসা সহজ হয়ে যায়। কিন্তু টিউমার হলেতো বুঝতে হবে। তাই এর লক্ষণগুলো জানা জরুরি-

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, জরায়ুর মসৃণ কোষের অতিরিক্ত বৃদ্ধির কারণে টিউমার বা ফাইব্রয়েড তৈরি হয়। ডিম্বাশয়ে উৎপন্ন সংবেদনশীল হরমোন ইস্ট্রোজেনের জন্য এটা হয়ে থাকে।

শরীরে ইস্ট্রোজেনের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে টিউমারের আকার বেড়ে যায়। সাধারণত গর্ভকালে ইস্ট্রোজেন বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। দেহে এর মাত্রা কমে গেলে টিউমারের আকারও সংকুচিত বা ছোট হয়। যেমন- মেনোপজের পর ইস্ট্রোজেনের পরিমাণ কমে যায়।

জেনে নিই জরায়ুর টিউমারের লক্ষণগুলো-

১. পিরিয়ডের সমস্যা: একজন নারীর পিরিয়ড শুরুর দিন থেকে ৫ থেকে ৭ দিনের মধ্যে শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ৭ থেকে ১০ দিন পর্যন্ত হতে পারে। জরায়ুতে টিউমার হলে রক্তপাতের পরিমাণ বেড়ে যায়। চাকা চাকা রক্তপাতও হতে পারে।

২. অতিরিক্ত রক্তস্রাব: টিউমার হলে পিরিয়ডের সময় স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি পরিমাণে রক্তক্ষরণ হয়। কখনো কখনো অত্যধিক ব্যথা অনুভূত হয়।

৩. গর্ভপাত: জরায়ুতে টিউমার হলে তা ফেলোপিয়ান টিউবকে বন্ধ করে দেয়, যা গর্ভধারণ করতে বাধা দেয়। আবার গর্ভপাত হতেও দেখা যায়।

৪. ঘন ঘন প্রস্রাব: টিউমারের জন্য মূত্রথলিতে চাপ সৃষ্টি হয়। তাই বার বার প্রস্রাবের চাপ আসে। আবার কখনো কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয়।

৫. কোমরব্যথা: বড় আকারের টিউমারের ক্ষেত্রে অস্বস্তিসহ তলপেট ফুলে যেতে পারে। আবার কোমরব্যথাও হতে পারে।

এ টিউমার কোনো ধরনের লক্ষণ প্রকাশ ছাড়াও থাকতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অন্য কোনো সমস্যা নিয়ে আল্ট্রাসাউন্ড করতে গেলে এটি ধরা পড়ে। টিউমারটির কারণে তলপেটে ব্যথা হয়। এটি আকৃতিতে অনেক বড় হলে অবশ্যই চিকিৎসা প্রয়োজন।

ডায়াবেটিসে নারী নাকি পুরুষ, কে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়?

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বজুড়ে ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। আর এ নিয়ে বিভিন্ন গবেষণার তথ্য বলছে, নারীর তুলনায় পুরুষই এ রোগে বেশি আক্রান্ত হন। তবে পুরুষের চেয়ে এ রোগে নারীরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন।

ডায়াবেটিসের কারণে নারীর শরীরে একে একে বিভিন্ন রোগব্যাধি দেখা দেয়। এই রোগ থেকে হার্ট ডিজিজ, কিডনির অসুখ, অন্ধত্ব, অবসাদ, ইউটিআই এর মতো সমস্যায় বেশি আক্রান্ত হতে পারেন বলে গবেষণায় উঠে আসছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ডায়াবেটিসের কারণে নারীদের মৃত্যুর ঝুঁকিও কয়েক গুণ বেড়ে যায়। আসলে ডায়াবেটিস নারীর সার্বিক স্বাস্থ্যে বিশাল প্রভাব ফেলে। আসলে খাওয়াদাওয়া, জীবনযাত্রা ও ওজনই এ রোগের মূল কারণ। ডায়াবেটিসের মতো মেটাবলিক ডিসঅর্ডার থেকে রক্তে সুগারের মাত্রা অনেকটা বেড়ে যায়। এ কারণেই দেখা দেয় সমস্যা।

এক্ষেত্রে পিসিওএস, যৌনচাহিদা কমে যাওয়া, ভ্যাজিনাল ইচিং, বারবার মূত্রত্যাগ ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়।

এছাড়া গবেষণা বলছে, ডায়াবেটিসে আক্রান্ত পুরুষদের তুলনায় নারীদের হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি অনেকটাই বেশি। এমনকি বন্ধ্যাত্ব, গর্ভপাত, অপরিণত বাচ্চা, মেনোপজের সমস্যাসহ নারী স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে ডায়াবেটিস হলে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, টাইপ ১ ও টাইপ ২- এই দু'ধরনের ডায়াবেটিসের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে ফার্টিলিটি কমে যাওয়ার সমস্যা। এক্ষেত্রে বাচ্চা গ্রহণ করার বয়সে সুগার নিয়ন্ত্রণ খুবই জরুরি। কারণ সুগার নিয়ন্ত্রণে না রাখলে মা ও শিশু দুজনেরই ক্ষতি হতে পারে। ডায়াবেটিসে আক্রান্ত নারীদের ফ্যালোপিয়ান টিউব ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এমনকি শরীরে ইনফেকশনও দেখা দিতে পারে।

নারীরা ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে কী করবেন?

> একটি নির্দিষ্ট ডায়েট অনুসরণ করুন। নিয়মিত ফল ও শাক-সবজি খান। আটা, বাদামি চালসহ ফাইবারজাতীয় খাবার বেশি খেতে হবে।

> জাঙ্ক ফুড খাবেন না। কম তেল, ঝাল, মসলাযুক্ত খাবার খেতে হবে।

> ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে হলে শরীরচর্চা করতেই হবে। ব্যায়াম করলে শরীরে ইনসুলিন ভালো কাজ করে। সুগার থাকে নিয়ন্ত্রণে। তাই দিনে অন্তত পক্ষে ৩০ মিনিট ব্যায়াম করুন।

> নিয়মিত ওষুধ খান।

> চেকআপে থাকতে হবে।

> নিয়মিত সুগার পরীক্ষা করুন।

সেই মতো নিজের লক্ষ্য ঠিক করে নিন।

শীতে শরীর গরম রাখবে যেসব খাবার

আপনজন ডেস্ক: শুরু হয়েছে শীত মৌসুম। তাই সন্ধ্যা হতেই ঠান্ডা বাতাসে অনেকেরেই কাপুঁনি ধরে যায়। এমন সময় গরম কাপড় গায়ে না জড়ালেই নয়!

আবার অনেকেই আছেন যাদের এমন সময় বেশি ঠান্ডা লাগে, তারা আবার সারাক্ষণই প্রায় গরম জামাকাপড় পরে থাকছেন।

যাদের বেশি শীত অনুভূত হয় তারা চাইলে পুরো শীতকালে কিছু খাবার খাদ্যতালিকায় রাখতে পারেন, যেগুলো শরীর গরম রাখতে সাহায্য করবে।

তো চলুন আর সাতপাঁচ না ভেবে জেনে নেওয়া যাক ঠিক কোন কোন খাবার খেলে প্রচণ্ড শীতেও শরীর থাকবে গরম-

বাদাম-খেজুর: শীতে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কিছুটা হলেও কমে যায়। এ সময় সুস্থ থাকতে যে খাবারগুলো বেশি পরিমাণে খাওয়া প্রয়োজন, তার মধ্যে অন্যতম হলো বাদাম ও খেজুর। প্রাকৃতিক উপায়ে শরীর গরম রাখতে সাহায্য করে এগুলো।

মধু: স্বাস্থ্যের জন্য অনেক উপকারী মধু। এই উপাদান জ্বর-সর্দি-কাশি সারাতে দারুণ কাজ করে। ঠিক একইভাবে শীতে শরীর গরম রাখতেও সাহায্য করে মধু।

ঘি: শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে ঘি অনবদ্য ভূমিকা পালন করে। শীতে শরীর গরম রাখতে নিয়মিত সামান্য ঘি পাতে রাখতে পারেন।

আদা: রান্নার কটি প্রয়োজনীয় উপকরণ হলো আদা। আদায় থাকা অ্যান্টি অক্সিডেন্ট শরীরের জন্য ভালো। বিশেষ করে শীতের সকালে এক কাপ আদা চা সারা দিন আপনাকে সুস্থ রাখবে আবার শরীরও থাকবে গরম।

মুলা: অনেকেরই অপছন্দের এই সবজি। শীতকালীন এই সবজির উপকারিতা কিন্তু কম নয়। ফাইবারসমৃদ্ধ মুলা শীতে শরীরের তাপমাত্রা অনেকটা বাড়িয়ে দেয়।

পঞ্চায়েত কর্মীরাও পাবেন স্বাস্থ্যবিমা, ঘোষণা নবান্নের

আপনজন ডেস্ক: নতুন বছর আসছে। তার আগেই বড় সিদ্ধান্ত নিল নবান্ন। পঞ্চায়েত কর্মীদের স্বাস্থ্য বিমার ক্ষেত্রে বড় সিদ্ধান্ত রাজ্যে সরকারের। এতদিন ধরে পঞ্চায়েত কর্মীরা বার বার দাবি করতেন আমাদেরও রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্যয় বিমার আওতায় আনতে হবে। এনিয়ে এবার বড় সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার।এবার পঞ্চায়েত কর্মীদেরও জন্যও রাজ্য সরকারি কর্মীদের মতোই বিমার সুবিধা থাকবে। অন্তত ৩০ হাজারের বেশি পঞ্চায়েত কর্মী এই বিমার সুবিধা পাবেন বলে খবর। নতুন বছর আসার আগে একের পর এক খুশির খবর সরকারি কর্মীদের জন্য। কিছুদিন আগেই ডিএ নিয়ে খুশির খবর এসেছিল। এবার এল পঞ্চায়েত কর্মীদের চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে খুশির খবর। সেক্ষেত্রে নতুন বছর আসার আগেই খুশির সাগরে ভাসছেন সরকারি কর্মীরা। এদিকে সরকারি হেলথ স্কিমেও আরও ১৭টি নয়া রোগের নাম উল্লেখ করা হল। এর মাধ্যমে উপকৃত হবেন বহু সরকারি কর্মী। যেসমস্ত রোগগুলি এই তালিকার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল টাইপ ১ ইনসুলিন নির্ভর ডায়াবেটিস, ম্যালিগন্যান্ট রোগ, হেপাটাইটিস বি ও সি, যক্ষ্মা, লিভারের নানা সমস্যা, থ্যালাসেমিয়া, কিডনি সংক্রান্ত সমস্যা, দুর্ঘটনার জখম হওয়ার ঘটনা, দাঁতের রুট ক্যানাল ট্রিটমেন্ট, বাত, কোভিড ১৯ সহ আরও রোগকে এর মধ্যে যোগ করা হয়েছে। সেই সঙ্গেই রাজ্যের পঞ্চায়েত কর্মীরাও এই সুবিধা পাবেন। এতে তাদের যথেষ্ট সুবিধা হবে। মানে আগে ক্যাসলেশ যে ব্যবস্থা পাওয়া যেত বর্তমানে তার থেকেও বেশি সুবিধা মিলবে। সেই সঙ্গেই পঞ্চায়েত কর্মীরাও এই সুবিধা পাবেন।

ব্রাজিলকে ফাঁকি দিয়ে রিয়ালের সঙ্গে চুক্তি নবায়ন আনচেলত্তির

আপনজন ডেস্ক: বিগত জুলাইয়ে বার্তা সংস্থা এএফপি নিশ্চিত করেছিল, ২০২৪ সালের কোপা আমেরিকা থেকে ব্রাজিলের কোচ হতে যাচ্ছেন কার্লো আনচেলত্তি। ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশনের (সিবিএফ) একটি সূত্রের বরাত দিয়ে এ খবর প্রকাশ করেছিল তারা। এর পর থেকে ব্রাজিল সমর্থকেরা আনচেলত্তিকেই ভবিষ্যৎ কোচ হিসেবে দেখে আসছিলেন। এমনকি নেইমারসহ ব্রাজিল দলের একাধিক তারকাও আনচেলত্তির আগমন নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু আজ সন্ধ্যায় ব্রাজিল সমর্থকদের মাথায় বাজ পড়ার মতো খবরই দিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। এক বিবৃতিতে স্পেনের ক্লাবটি জানিয়েছে, '২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত চুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর ব্যাপারে সম্মত হয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ ও কার্লো আনচেলত্তি।' এই খবরের মধ্য দিয়ে ইতালিয়ান কোচের ব্রাজিলের দায়িত্ব নেওয়ার পথও বন্ধ হয়ে গেল।

রিয়ালের সঙ্গে চুক্তি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন আনচেলত্তি। তিনি লিখেছেন, 'আজকের দিনটি আনন্দের। রিয়াল মাদ্রিদ ও আমি নতুন এবং বড় সাফল্যের সন্ধানে একসঙ্গে এগিয়ে যাব। সবাইকে ধন্যবাদ।' রিয়ালের হয়ে দুই মেয়াদে মোট পাঁচ মৌসুম কোচের দায়িত্ব পালন করেছেন আনচেলত্তি। সব মিলিয়ে জিতেছেন ১০ শিরোপা—যেখানে আছে ২টি চ্যাম্পিয়নস লিগ, ২টি ক্লাব বিশ্বকাপ, ২টি ইউরোপিয়ান সুপারকাপ, ১টি লা লিগা, ২টি কোপা দেল রে এবং ১টি স্প্যানিশ সুপার কাপ ট্রফি।

আনচেলত্তির রিয়ালে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত ব্রাজিলের পরিস্থিতিকে বেশ জটিল করে তুলল। অথচ কদিন আগ পর্যন্ত একরকম নিশ্চিত ছিল যে রিয়ালে ২০২৪ সালের জুনে বর্তমান মেয়াদ শেষ হওয়ার পর আনচেলত্তি ব্রাজিলের কোচ হবেন। এমনকি সে সময় পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হিসেবে ফার্নান্দো দিনিজকে নিয়োগও দেয় ব্রাজিল। তবে সম্প্রতি স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম এএস আনচেলত্তির রিয়ালের সঙ্গে চুক্তি নবায়নের খবর প্রকাশের পর নতুন মোড় নেয় পুরো ঘটনা। এর মধ্যে ব্রাজিলিয়ান সংবাদমাধ্যম ও গ্লোবো জানায়, ১৫ জানুয়ারির মধ্যে নির্ধারিত হবে আনচেলত্তির ভাগ্য। তবে অতটা সময় আর অপেক্ষা করতে হলো না। আজই চুক্তি নবায়নের বিষয়টি সামনে এনেছে রিয়াল কর্তৃপক্ষ। আনচেলত্তির ব্রাজিলের কোচ হওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয় ডিসেম্বরের শুরুতে আদালতের নির্দেশে ব্রাজিলিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন (সিবিএফ) সভাপতির পদ থেকে এনদালদো রদ্রিগেজ সরে দাঁড়ানোর পর। আনচেলত্তির কোচ হওয়ার সব প্রক্রিয়া তদারকি করছিলেন রদ্রিগেজই। কিন্তু তাঁকে সরানোর পর তৈরি হয় নানা অনিশ্চয়তা। শেষ পর্যন্ত আনচেলত্তি ব্রাজিলে যাওয়ার বদলে স্পেনে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্তই নিলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে বড় হারের পর শাস্তিও পেল টিম ইন্ডিয়া

আপনজন ডেস্ক: সেঞ্চুরিয়ন টেস্টে বড় ব্যবধানে হারের পর ওভারের মন্থরগতির কারণে শাস্তি পেয়েছে ভারত দল। আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে ২ পয়েন্ট কাটা গেছে রোহিত শর্মার দলের। সঙ্গে ম্যাচ ফির ১০ শতাংশ জরিমানাও করা হয়েছে।

আইসিসির আচরণবিধি অনুযায়ী, বরাদ্দকৃত সময়ে প্রতি ওভার কম করার জন্য ম্যাচ ফির ৫ শতাংশ জরিমানা করা হয়।

সেঞ্চুরিয়নে ইনিংস ও ৩২ রানে হারা ম্যাচে ভারত পিছিয়েছিল ২ ওভার। অন্যদিকে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের নিয়ম অনুযায়ী, প্রতিটি ওভারের জন্য ১ পয়েন্ট করে কাটা যায়। আইসিসির ম্যাচ রেফারি ক্রিস ব্রড ভারতকে শাস্তির সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।

এ ম্যাচে হারের পর ২০২৩-২৫ সালের টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের চক্রের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষ থেকে ভারত ৫ নম্বরে (৪৪ দশমিক ৪৪ শতাংশ পয়েন্ট) নেমে গিয়েছিল। তবে পয়েন্ট কাটা যাওয়ার পর এখন তাদের শতকরা পয়েন্ট ৩৮ দশমিক ৮৯। ফলে তারা অস্ট্রেলিয়ারও নিচে ছয়ে নেমে

গেছে। অবশ্য পরে মেলবোর্নে পাকিস্তানের বিপক্ষে জয়ের পর ৫০ শতাংশ পয়েন্ট নিয়ে তিনে উঠে গেছে অস্ট্রেলিয়া। একটিই ম্যাচ খেলে জয় পাওয়া দক্ষিণ আফ্রিকা এখন তালিকার শীর্ষে।

প্রথম ইনিংসে লোকেশ রাহুলের শতকের পরও ভারত আটকে যায় ২৪৫ রানে।

তবে ডিন এলগারের ১৮৫, মার্কো ইয়ানসেনের (৮৪) ও অভিষিক্ত ডেভিড বেডিংহামের (৫৬) অর্ধশতকে প্রথম ইনিংসে বড় লিড নেয় দক্ষিণ আফ্রিকা। সেঞ্চুরিয়নের কঠিন উইকেটে দক্ষিণ আফ্রিকান পেসারদের সামনে দ্বিতীয় ইনিংসে ১৩১ রানেই থামে ভারত, সেটিও বিরাট কোহলির ৭৬ রানের পরও। প্রথম ম্যাচেই হারের কারণে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রথমবারের মতো সিরিজ জয়ের অপেক্ষা আরও বেড়েছে তাদের। এর আগে ৮টি সিরিজ খেলে ৭টিতেই হারে ভারত, ড্র করে ১টি।

এদিকে চোটের কারণে আগেই সিরিজ শেষ হয়ে যাওয়া মোহাম্মদ শামির জায়গায় ভারত দলে নিয়েছে আবেশ খানকে। আগামী ৩ জানুয়ারি কেপটাউনে শুরু হবে দ্বিতীয় টেস্ট।

ভারতের টেস্ট দলে আভেশ

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে থাকা ভারতের টেস্ট দলে একটি পরিবর্তন এসেছে। মোহাম্মদ শামির পরিবর্তে দলে যুক্ত হয়েছেন আরেক পেসার আভেশ খান।

এক বিবৃতিতে শুক্রবার এই খবর নিশ্চিত করেছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড (বিসিসিআই)।

দেশের হয়ে ৮টি ওয়ান ডে ও ১৯টি আন্তর্জাতিক টি-২০ ম্যাচ খেলেছেন আভেশ। তবে এখনও টিম ইন্ডিয়ার টেস্ট ক্যাপ হাতে পাননি তিনি। ২৭ বছরের ডানহাতি পেসারের সামনে ভারতের টেস্ট জার্সিতে মাঠে নামার সুযোগ তৈরি হল অবশেষে। শামিকে প্রাথমিকভাবে স্কোয়াডে জায়গা করে দিয়েছিলেন নির্বাচকরা। যদিও শর্ত ছিল, সিরিজের আগে এনসিএর ফিট সার্টিফিকেট হাতে পেতে হবে বিশ্বকাপে আগুন ঝরানো পেসারকে। কিন্তু তা না পাওয়ায় প্রোটিয়া সফরের দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ থেকে ছিটকে যান তিনি। আভেশ এই মুহূর্তে ভারতীয়-এ দলের হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা-এ দলের বিপক্ষে দ্বিতীয় বেসরকারি টেস্ট খেলছেন। বেনোনির সেই ম্যাচের প্রথম ইনিংসে ৫৪ রানের বিনিময়ে ৫টি উইকেটও নিয়েছেন তিনি। এ-দলের হয়ে তাঁর চমকপ্রদ

বোলিং পারফর্ম্যান্সের সুবাদেই যে টেস্ট দলের দরজা খুলে গেল তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

সিরিজের প্রথম টেস্টে তিন দিনেই ইনিংস ও ৩২ রানে হেরে পিছিয়ে পড়েছে ভারত। দুই ম্যাচের সিরিজ হওয়ায় প্রটিয়া সফরে প্রথমবার টেস্ট সিরিজ জয়ের অপেক্ষা তাই আরও বাড়ল উপমহাদেশের দলটির।

আগামী ৩ জানুয়ারি থেকে কেপ টাউনে সিরিজের দ্বিতীয় ও শেষ টেস্ট খেলতে নামবে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টের জন্য ভারত স্কোয়াড: রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), যশস্বী জসওয়াল, শুভমন গিল, বিরাট কোহলি, শ্রেয়াস আইয়ার, লোকেশ রাহুল (উইকেটকিপার), রবিচন্দ্রন অশ্বিন, রবীন্দ্র জাদেজা, শার্দুল ঠাকুর, মোহাম্মদ সিরাজ, মুকেশ কুমার, জসপ্রীত বুমরাহ (সহ-অধিনায়ক), প্রসিধ কৃষ্ণা, কেএস ভরত (উইকেটকিপার), অভিমন্যু ঈশ্বরন ও আভেশ খান।

ঘটনাবহুল ২০২৩- সৌদি ট্রান্সফার, সিটির ট্রেবল জয়, মেসির ব্যালন ডি'অর

আপনজন ডেস্ক: বিশ্ব ফুটবলের জন্য ২০২৩ বছরটা ছিল সত্যিই ঘটনাবহুল। বছর শেষে ট্রান্সফার নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্র প্রায় প্রতি বছরই তৈরী হয়। কিন্তু এবার তাতে ভিন্নমাত্রা দিয়েছে সৌদি পেশাদার লিগের আকস্মিক উত্থান। হঠাৎ করেই ইউরোপীয়ান শীর্ষ ক্লাব ছেড়ে তারকারা লোভনীয় প্রস্তাবে মরুর দেশে পাড়ি জমিয়েছেন, যার পথ তৈরি করে দিয়েছিলেন পর্তুগীজ সুপারস্টার ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। এরপর লিওনেল মেসিও ইউরোপ ছেড়ে ফুটবলকে উপভোগের লক্ষ্য হিসেবে মেজর লিগ সকারের ইন্টার মিয়ামিকে বেছে নেন। পুরুষ ফুটবলে ট্রান্সফার নিয়ে বছরজুড়ে আলোচনার বাইরে নারী ফুটবলেও এটি ছিল স্মরণীয় এক বছর।

স্পেনের বিশ্বকাপ শিরোপা জয়ের ঘটনা অনেকটাই ম্লান হয়ে যায় দেশটির ফুটবল প্রধান লুইস রুবিয়ালেসের চুমু কাণ্ডে।

এছাড়া ম্যানচেস্টার সিটির প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শিরোপাসহ ট্রেবল জয়, মেসির রেকর্ড অষ্টম ব্যালন ডি'অর জয়, ঘরোয়া সূচির বাইরে ফিফা ও উয়েফার ব্যস্ত আন্তর্জাতিক সূচিতে খেলোয়াড়দের মধ্যে পরিশ্রান্ত ভাব চলে আসা, ইনজুরির তালিকা দীর্ঘ হওয়া- সব মিলিয়ে ফুটবলের বেশ কিছু ঘটনায় সাম্প্রতিক সময়ের অন্যতম একটি স্মরণীয় বছর হিসেবে ইতোমধ্যেই বিবেচিত হচ্ছে ২০২৩ সাল।

২০২৩ সালে বিশ্ব ফুটবল:

ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর প্রভাব

২০২২ সালের নতুন বছরের আগে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর সাথে চুক্তি বাতিল করার কারণে ক্লাববিহীন হয়ে পড়েছিলেন পর্তুগীজ সুপারস্টার। ব্রিটিশ সাংবাদিক পিয়ার্স মরগানের সাথে খোলামেলা এক সাক্ষাতকারে ইউনাইটেডকে

নিয়ে বিরুপ মন্তব্য করেছিলেন রোনাল্ডো। যেখানে কোচ এরিক টেন হাগ ও ক্লাবের পরিচালনা পর্ষদ নিয়েও সমালোচনা করেছিলেন পর্তুগীজ সুপারস্টার। আর এতেই তার বিদায় নিশ্চিত হয়। ইউনাইটেড ছাড়ার পর ইউরোপীয়ান অন্যান্য ক্লাবগুলো রোনাল্ডোর বেতনের সাথে আপোষ করতে পারেনি, যে কারণে সৌদি পেশাদার লিগে যাওয়াটা অনুমেয় ছিল। ২০২৩ সালের ১ জানুয়ারি আল নাসরে যোগ দিয়ে রোনাল্ডো ট্রান্সফার মার্কেটে সবচেয়ে বড় সংবাদটি দেন।

সৌদির ক্লাবটির সাথে মূল বেতন ৫০ মিলিয়ন ইউরোর সাথে পৃষ্ঠপোষক ও আরো অন্যান্য বোনাস মিলিয়ে আরো ২০০ মিলিয়ন ইউরো যোগ হয়।

রোনাল্ডোর এই পথ সৌদি লিগে যোগদান গ্রীষ্মকালীন ট্রান্সফার উইন্ডোতে যথেষ্ট প্রভাব পড়েছে। তার পথ ধরে একে একে মধ্যপ্রাচ্যে পাড়ি জমিয়েছেন নেইমার, করিম বেনজেমা, এন'গোলে কান্তে, সাদিও মানে, রুবেন নেভেস, রিয়াদ মাহরেজ, রবার্তো ফিরমিনো, অমারিক লাপোর্তে, জর্ডান হেন্ডারসনের মতো তারকারা।

লিওনেল মেসির জন্য সফল একটি বছর

২০২২ সালের ডিসেম্বরে লিওনেল মেসির হাত ধরে আর্জেন্টিনা ফিফা বিশ্বকাপের শিরোপা ঘরে তুলে। কিন্তু মেসির এই সাফল্য এখানেই থেমে থাকেনি। যদিও ২০২৩ সালের শুরুটা কিছুটা খারাপ হয়েছিল। সমর্থকদের তোপের মুখে লিগ ওয়ানের শেষ ম্যাচ শেষে হতাশা নিয়েই পিএসজি থেকে বিদায় নিয়েছেন মেসি। এরপর তিনি ডেভিড বেকহ্যামের ক্লাব ইন্টার মিয়ামিতে নাম লেখান। মিয়ামিতে গিয়েই বেকহ্যামের দলকে লিগ কাপের শিরোপা উপহার দিয়েছেন। বিশ্বকাপের সাফল্যে রেকর্ড অষ্টমবারের মতো ব্যালন ডি'অর ট্রফি জয় করেছেন। ইন্টার মিয়ামিতে তার সাথে আরো যোগ দিয়েছেন বার্সেলোনার সাবেক সতীর্থ জোর্দি আলবা, সার্জিও বাসকুয়েটস। এ বছর মেসি আর্জেন্টিনার বর্ষসেরা ফুটবলারের পাশাপাশি লরিয়াস বর্ষসেরা ক্রীড়াবিদের পুরস্কারও জয় করেছেন।

রোনাল্ডোর লক্ষ্য '২৫০' ম্যাচ

আপনজন ডেস্ক: ৩৮ বছর বয়সেও মাঠ মাতিয়ে রাখছেন বটে, তবু প্রশ্নটা এসেই যায়, বুটজোড়া কবে তুলে রাখবেন ক্রিস্তিয়ানো রোনাল্ডো? উত্তরটা দিলেন তার জাতীয় দলের কোচ। অতীতের আলাপচারিতার প্রসঙ্গ টেনে রবের্তো মার্তিনেস জানালেন, সহসা অবসরের ভাবনা নেই রোনাল্ডোর! এখনও মাঠে প্রতাপের সাথেই খেলছেন পর্তুগিজ তারকা। রিয়াল মাদ্রিদের এই সাবেক তারকা বছর শেষ করতে যাচ্ছেন ক্লাব ও জাতীয় দল মিলিয়ে পুরুষ ফুটবলারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গোল করে; বর্তমানে তার গোল সংখ্যা ৫৩টি! পর্তুগালের হয়ে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার রেকর্ড তারই। তবে আড়াইশ'র মাইলফলক স্পর্শ করতে এখনও খেলতে হবে ৪৫টি ম্যাচ। লক্ষ্যটা সহজ না মোটেও। কিন্তু কঠিন এই পথ পাড়ি দেওয়াই রোনাল্ডোর লক্ষ্য বলে সম্প্রতি এক সক্ষাৎকারে জানালেন মার্তিনেস। "সে (তখন) জাতীয় দলের হয়ে ২০০ ম্যাচ খেলার খুব কাছাকাছি ছিল; এটা এমন কিছু, যেটা অতীতে কেউ অর্জন করেনি। অবশ্যই আমাদের আলোচনা ছিল ব্যক্তিগত, কিন্তু সেই আলোচনার একটা বিষয় আমি প্রকাশ করতে পারি, যেটা সে বলেছিল আমাকে।"

"আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ২০০ ম্যাচের মাইলফলকে পৌঁছানো নিয়ে তার আগ্রহ আছে কি না... এবং সে আমাকে বলল- ২৫০ ম্যাচ নিয়ে আগ্রহী আমি।" তার মানে, ২০২৬ বিশ্বকাপ খেলার ভাবনা ভালোভাবেই মাথায় আছে রোনাল্ডোর।

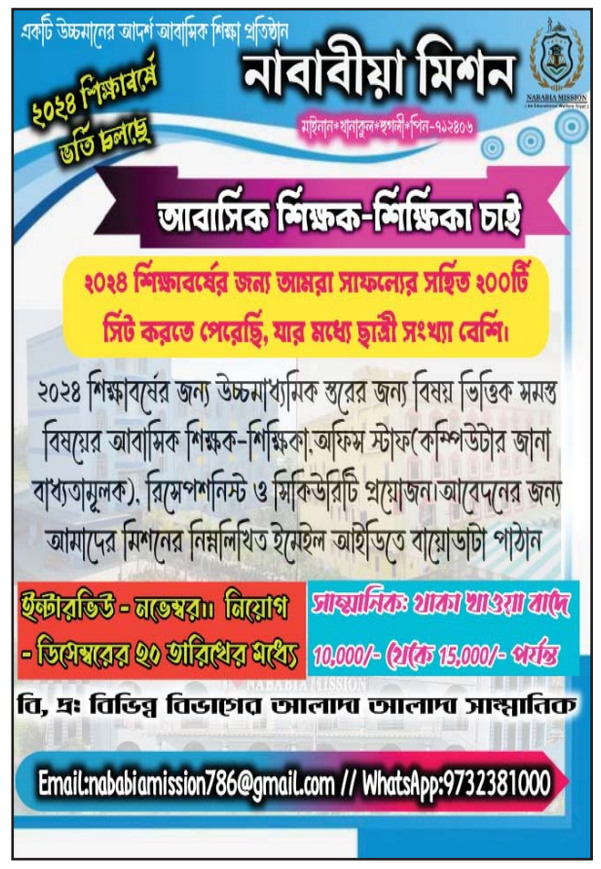

গ্রিলিশের বাসা থেকে ১৪ কোটি টাকার স্বর্ণালংকার চুরি

আপনজন ডেস্ক: সাম্প্রতিক সময়ে তারকা ফুটবলারদের বাসায় ডাকাতি যেন নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু ডাকাতিই নয়, অনেক সময় অস্ত্রের মুখে খেলোয়াড়দের পরিবারের সদস্যদের জিম্মি এবং আঘাত করে ঘটানো হচ্ছে এসব ডাকাতির ঘটনা। তেমন ভয়াবহ কিছু না হলেও, এবার চুরি হয়েছে ম্যানচেস্টার সিটির ইংলিশ মিডফিল্ডার জ্যাক গ্রিলিশের চেশায়ারের বাসায়। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য সান জানিয়েছে, এভারটন-সিটি ম্যাচ চলাকালে ঘটেছে এই চুরির ঘটনা।

জানা গেছে, বুধবার রাতে এভারটনের বিপক্ষে সিটির ৩-১ গোলে জেতা ম্যাচটি গ্রিলিশের বাসায় বসে খেলা দেখছিলেন তাঁর পরিবারের সদস্যরা। বাসায় তখন গ্রিলিশের বাগদত্তা সাশা অ্যাটউড, মা-বাবা, দুই বোন এবং ভাই উপস্থিত ছিলেন। সে সময় আকস্মিকভাবে তাঁরা ওপরের তলায় হট্টগোল ও কুকুরের চিৎকার শুনতে পান।

শব্দ শুনে আতঙ্কিত হয়ে তাঁরা 'প্যানিক বাটন' চাপ দেন। এরপর দ্রুত লুকিয়ে পড়েন।

খবর পেয়ে দ্রুত পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং হেলিকপ্টার দিয়ে পুরো এলাকায় অভিযান চালায়।

তবে পুলিশি তৎপরতা শুরুর আগেই ১ মিলিয়ন পাউন্ডের (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১৪ কোটি টাকা) স্বর্ণালংকার নিয়ে পালিয়ে যায় অপরাধীরা।

মাদ্রাসা ক্রীড়ার প্রস্তুতি

মনিরুজ্জামান ● বারাসাত

আপনজন ডেস্ক: আগামী ১০ জানুয়ারি উত্তর ২৪ পরগনা জেলা মাদ্রাসা ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বারাসাতের কাছারি ময়দানে।শুক্রবার তারই প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে কাছারি ময়দান পরিদর্শন করেন জেলা ক্রীড়া কমিটির চিফ প্যাট্রন তথা উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ, সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক মৌসুমী সরকার, জেলা ক্রীড়া কমিটির যুগ্ম সম্পাদক কুতুব আক্তার, নূরুল হক, সওকাত হোসেন পিয়াদা, আসাদুজ্জামান মন্ডল, আব্দুল খালেক খান, সাহাবুদ্দিন চৌধুরী,মানস মন্ডল প্রমুখ।

মাদ্রাসা ক্রীড়া বৈঠক আলিপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● আলিপুর

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার বিভিন্ন হাই মাদ্রাসা ও সিনিয়ার মাদ্রাসা এম.এস.কে ও আন এডেড এবং ইংরাজী মাধ্যম-মাদ্রাসা প্রধান শিক্ষকদের উপস্থিতিতে ক্রিয়া বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো জেলার সদর কার্যালয়ে নব প্রশাসনিক ভবনের সমগ্র শিক্ষা মিশনের সেমিনার হলে। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলার সভাধিপতি নীলিমা মিস্ত্রি এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জেলা শিক্ষা কর্মধ্যক্ষ হাসনাবানু জেলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক সুজিত কুমার মাইতি, এ. আই.আর স্কুল মোজাম্মেল হক চম্পকনাগ,আবু সুফিয়ান পাইক প্রমুখ।

সংখ্যালঘু আধিকারিক (ডোমা) অমর বিশ্বাস ও বোর্ডের সদস্য এ .কে . এম ফারহাদ জেলা মাদ্রাসা ক্রীড়া কমিটিকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের নিয়ে ৮ য়ে জানুয়ারি বিষ্ণুপুরে ১৪তম ক্রিয়া প্রতিযোগিতার কথা জানান জেলা মাদ্রাসা ক্রীড়া কমিটি।৬৩ টি ইভেন্টের মধ্যে প্রথম স্থান বিভাগীদের রাজ্যস্তরে ক্রিয়ায় পাঠানো হয় বলে জানা গেছে ৭ই জানুয়ারি ছাত্র-ছাত্রীদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছেন আবু সুফিয়ান পাইক সভায় উপস্থিত ছিলেন রেজাউল ইসলাম খান,মনজুর আহমেদ, সুদাম হালদার,পার্থ প্রামাণিক, বিশ্বজিত মাইতি,মহীব্বুল ইসলাম প্রমূখ মাদ্রাসার শিক্ষক।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদকীয় দফতর: আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**